জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

স্বাধীনতা দিবস

আজ ১৫ অগাস্ট। বন্ধ জাগোবাংলার দফতর। কাল প্রকাশিত হবে না জাগোবাংলার মুদ্রিত সংস্করণ। পাঠকদের জন্য থাকছে ই-সংস্করণ। ১৭ অগাস্ট থেকে উভয় সংসস্করণই যথারীতি

চলবে বৃষ্টি

সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ। সরাসরি প্রভাব না থাকলেও প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকেছে বাংলায়। রাজ্য জুড়ে চলছে হালকা-মাঝারি বৃষ্টি। উত্তরের পাঁচ জেলাতেও বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যের ১৫ পুলিশকর্মী পুরস্কৃত

প্রয়াত প্রাক্তন অলিম্পিয়ান ভেস পেজ, শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৮৩ ● ১৫ অগাস্ট, ২০২৫ ● ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 83 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 15 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বেহালায় প্রাক-স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

প্রাণ দেব, তবু ভাষার অধিকার কাড়তে দেব না, হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রীর

বেহালার ম্যানটনে প্রাক-স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিবেদন : প্রতিবেদন : বাংলা ভাষার অপমান মানব না। বাংলা ভাষার অধিকার-বাংলার অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। বাংলা ভাষা ও বাংলার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। বাংলাকে অপমান করতে হলে আমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়ে যেতে হবে। কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান হোক কিংবা বেহালায় প্রাক স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের মঞ্চ, সব জায়গাতে এভাবেই তীব্র প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চেনা মেজাজে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিজেপির এই নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। ভোটার নথিতে আধার কার্ডের মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে তুলোধোনা করেছেন এসআইআর-এর মতো বিজেপি-কমিশনের মিলিজুলি কারবারের দানবীয় সিদ্ধান্তকেও। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলা সমাজ সংস্কার করেছে। নবজাগরণের আন্দোলন করেছে। এই বাংলাকে আঘাত (এরপর ৫ পাতায়)

কন্যাশ্রীদের কেক খাইয়ে অভিনন্দিত করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তুমি

আকাশ তুমি বৃষ্টি দিলে
হৃদয় দিল হাওয়া,
অরণ্য তুমি সবুজ দিলে,
মাটিতে পেলাম ছায়া।
আঁধার তুমি নিদ্রা দিলে
আলো দিলে স্বপ্ন ছোঁয়া
পৃথিবী তুমি বাঁচতে দিলে
এ জীবন দেওয়া নেওয়া।
শৈশব তুমি সকাল দিলে
যৌবন আনল তারুণ্য,
মধ্যাহ্ন তুমি সফলতা দিলে
জীবন হলো ধন্য।
শিক্ষা তুমি জ্ঞান দিলে
সংস্কৃতি দিল সভ্যতা
ভাষা তুমি অধিকার দিলে
সবার মাঝেই বারতা।

আধারকে সুপ্রিম কোর্টের স্বীকৃতি, নির্দেশ বিজ্ঞপ্তির

প্রতিবেদন : শীর্ষ আদালতের নির্দেশে রীতিমতো চাপে পড়ে গেল নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিল, এসআইআরের ফলে বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে যে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম পড়েছে তা মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশ করতে হবে জেলাভিত্তিক বিবরণ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, আধার কার্ড স্থায়ী বসবাসের প্রমাণপত্র হিসেবে আইনত স্বীকৃত একটি নথি। কোনওরকম সমস্যা হলে পরিচয় ও বাসস্থানের প্রমাণ হিসেবে আধার কার্ড নিয়ে নির্বাচনী আধিকারিকদের দ্বারস্থ হতে পারবেন নাগরিকরা। কমিশনকে এই সংক্রান্ত নোটিফিকেশনও দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট যে বিষয়টা বিশেষভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে, ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম কেন বাদ পড়েছে, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, না অন্যত্র চলে গিয়েছেন, না ডুপ্লিকেট ভোটার বলে তাঁদের নাম বাদ পড়েছে, নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও ত্রুটি জানাতে হবে তা। এখানেই শেষ নয়, বুথস্তরের আধিকারিকদেরও (এরপর ১০ পাতায়)

কমিশনকে রামধাক্কা

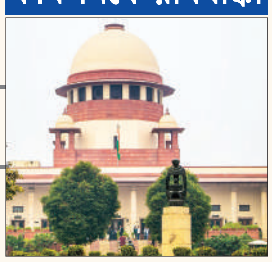

মঙ্গলবারের মধ্যে বাধ্যতামূলক জমা দিতে হবে ৬৫ লক্ষের নথি

অনুরাগকে তথ্য পাঠালেন অভিষেক

প্রতিবেদন : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল দল। তথ্য ও প্রমাণ তুলে ধরে পাল্টা জবাব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু তাই নয়, দিল্লিতে অনুরাগের বাড়িতে গিয়ে সেই নথি দিয়ে আসেন অভিষেকের প্রতিনিধি। এরপরই পুরোদস্তুর চুপ মেরে গিয়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে দলের তরফে বলা হয়, ডায়মন্ড হারবারের মানুষের আশীর্বাদে ৭ লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়ের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রীকেও বলে বলে গোল দিয়েছেন। এখন প্রবল ঈর্ষা ও গাত্রদাহ থেকে অভিষেককে 'টার্গেট' করছে বিজেপি। (এরপর ১০ পাতায়)

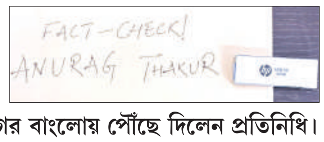

অভিষেকের পাঠানো নথি অনুরাগের বাংলোয় পৌঁছে দিলেন প্রতিনিধি।

হিন্দোল : তথ্য আছে তাই ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : কয়েক মাস আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে কুৎসিতভাবে হামলা করেছিল একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আগেই হিন্দোল মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। লুক আউট নোটিশও ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বুধবার স্পেন থেকে দিল্লিতে নামার পরই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই গ্রেফতারি নিয়ে বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাফ জানিয়ে দেন, বেশ করেছে ওকে গ্রেফতার (এরপর ১০ পাতায়)

সোজা না গেলেই চলবে গুলি, বিএসএফের হুমকি আমিরকে

প্রতিবেদন : রাত ১টায় তোলা হল আমিরকে। খোলা হল গেট। বলা হল সোজা যেতে। ডাইনে-বাঁয়ে কিংবা পিছনে তাকালেই চলবে গুলি। কারা বলল? বিএসএফ। কাকে বলল? বাংলার বাসিন্দা এক ভারতীয়কে। কোথায় পাঠাল? বাংলাদেশে। কেন পাঠাল? বাংলায় কথা বলার অপরাধে। এটাই এখন বিজেপি রাজ্যের চিত্র। এটাই এখন বিদ্বেষের ছবি। বিজেপির ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির বাস্তব চিত্র।

আমির মাস ছয়েক আগে কাজ নিয়ে রাজস্থানে যান। বাড়ি ভাড়া করে থাকছিলেন। একদিন কাজে যাওয়ার পথে হঠাৎ পুলিশ আটকাল। বাংলা ভাষায় কথা বলায় পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। সব দেখান আমির। এমনকী বাড়িতে ফোন করে দাদুর পাসপোর্টও দেখান পুলিশকে। কিন্তু বিজেপির রাজস্থান পুলিশ তা শুনবে কেন! প্রবল মারধর করে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে জেলে ঢোকানো হল। এরপর জেলে শুরু হয় অত্যাচার। (এরপর ১০ পাতায়)

বসিরহাট থানায় স্বজনের সঙ্গে আমির।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

আজ ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। অর্থাৎ ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার ৭৮ বছর পূর্তি। ব্রিটিশের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার গরিমাই এই দিনটার মূল তাৎপর্য। তবে সে তাৎপর্যেই আমরা আটকে থাকব, না কি শৃঙ্খল মুক্তির আলোকে পরবর্তী কোনও তাৎপর্য নিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হবে, তা ভাবার সময় এসেছে। একসময় শুধুমাত্র ব্রিটিশের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল ভারতীয় সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। আজ কিন্তু অন্য অনেক কিছু থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে হিংসা, নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ— এই রকম একের পর এক সামাজিক বিষ আজ আমাদের গিলে খেতে চাইছে। স্বাধীনতা দিবস এবার পালিত হোক সেইসব সামাজিক বিষ থেকে মুক্তি পাওয়ার শপথে।

এরাও এই তারিখে স্বাধীনতা পেয়েছিল

কঙ্গো স্বাধীনতা পায় ১৫ অগাস্ট, ১৯৬০-এ। মধ্য আফ্রিকার এই দেশ ফরাসি শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে এদিন।

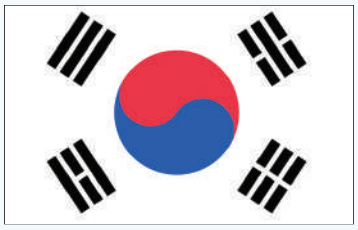

দক্ষিণ কোরিয়া বা কোরীয় প্রজাতন্ত্র ১৫ অগাস্ট, ১৯৪৫-এ জাপানের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।

বাহরিন ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট একক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এঁরা

অরবিন্দর জন্ম ১৮৭২ সালের ১৫ অগাস্ট। থিয়েটার রোডের মামার বাড়িতে (এখন অরবিন্দ ভবন)। আলিপুর বোমার মামলায় গ্রেফতার হন। জেলে যে আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পেলেন, তাতে আর বৈপ্লবিক জগতে ফিরে যেতে মন চাইল না। অগ্নিযুগের ঋত্বিক অরবিন্দ, যিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সব সদস্যকে বিপ্লবী করে গড়ে তুলবেন, এক বছর পর জেল থেকে বেরোলেন ঋষি অরবিন্দ হয়ে। সোজা চলে গেলেন চন্দননগর। সেখান থেকে পরের বছর এপ্রিলে ডুপ্লে জাহাজে চড়ে ফরাসি পণ্ডিচেরির উদ্দেশে।

১৯০০ সন্তোষকুমার মিত্র (১৯০০-১৯৩১) এদিন কলকাতার হলধর বর্ধন লেনের ৯সি-এ অবস্থিত তাঁর বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠী। হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী ছাত্র। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দেয় হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পে। সেখানেই ১৯৩১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সন্তোষ মিত্র। শহিদের স্মৃতিতে লেবুতলা এলাকার সেন্ট জেমস স্কোয়্যারের নাম বদলে রাখা হয় সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার।

১৯২৬ সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন ৪৩, মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতায়। একজন ক্ষণজন্মা কবি ছিলেন তিনি। লেখনী গভীরভাবে প্রভাবিত হত তাঁর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে। পদ্য কী করে গদ্যের চেয়েও বেশি সত্য হয়ে ওঠে, সুকান্ত তা বারবার দেখিয়ে দিয়েছেন দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। বুদ্ধদেব বসু সুকান্তের সম্পর্কে বলেছেন— 'কবি হবার জন্যই জন্মেছিল সুকান্ত, কবি হতে পারার আগে তার মৃত্যু হল।'

১৪ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৫৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৫৫৫০

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৫ ও ১৬ অগাস্ট ২০২৫ কলকাতা বুলিয়ান মার্কেট বন্ধ থাকবে।

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৪৬	৮৬.৯৪
ইউরো	১০৩.৪৮	১০১.৫৪
পাউন্ড	১২০.০৩	১১৮.০৪

নজরকাড়া ইনস্টা

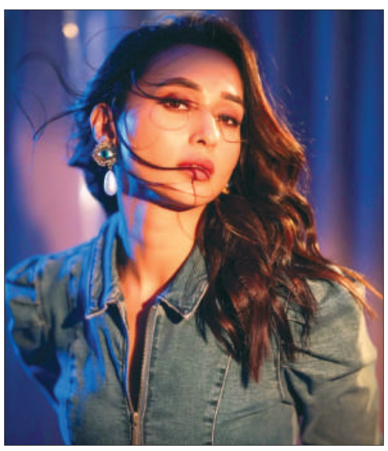

মিমি চক্রবর্তী

রুকমা রায়

পার্টির কর্মসূচি

২৮ অগাস্ট প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবার যাদবপুর সংগঠনিক জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতি সভা। বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। রয়েছেন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৌশিক রায়, সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রীজিৎ ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৭৪

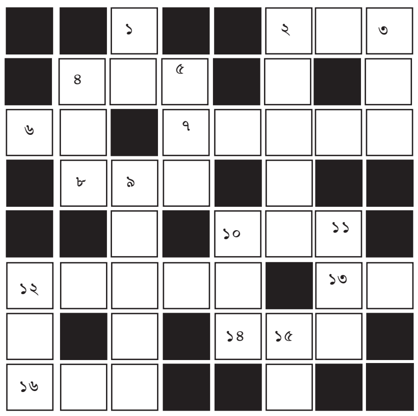

পাশাপাশি : ২. ইন্ধন ৪. অদ্ভুত, অনন্য ৬. পা ৭. নির্বাণ, মুক্তি ৮. সেইসময় ১০. সৈন্য, সৈন্যদল ১২. নাকের এক গহনা ১৩. বারে, কিস্তিতে ১৪. যুদ্ধ ১৬. অন্য, অপর।

উপর-নিচ : ১. সোজা, সরল ২. দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ ৩. ভাগ্য, অদৃষ্ট ৪. গোলা ৫. বয়ন ও মুণ্ডন ৯. শিব ১০. আলসে, কুঁড়ে ১১. সম্মান ১২. ঝুলের মাপ ১৫. এবার তোর—গাঙে বান এসেছে।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৭৩ : পাশাপাশি : ১. গন্ধনকুল ৪. চৌপট ৫. পরিতাপ ৬. আবছায়া ৮. সিতারা ৯. নবকার্তিক। **উপর-নিচ :** ১. গটআপ ২. নমুনা ৩. লম্বাদেওয়া ৫. পদস্খলন ৬. আবাসিক ৭. চটকা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে কন্যাশ্রী দিবস উদযাপনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক-স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

15 August, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অন্য স্বাধীনতা

মালদহের আমির শেখ। তাঁর সঙ্গে যে আচরণ হয়েছে তা আসলে মানবতা বিরোধী, দেশবিরোধী, অন্যায়, অবিচার। বাংলার মানুষ, বাংলার শ্রমিক। বাংলা ভাষায় কথা বলাটাই তাঁর অপরাধ। সেই কারণে রাজস্থানে কাজ করতে গিয়ে জীবনের এক ভয়াবহ সময়ের মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে এলেন। যা অন্য কারও জীবনে ঘটুক তা কেউই চাইবে না। রাজস্থানের পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে সব ধরনের তথ্য দেখানোর পরেও। এরপর থানায় মার, জেলে অত্যাচার। টানা দু'মাস। এবং কোনও কারণ ছাড়া। এর পরের ঘটনা আরও ভয়াবহ। আমিরকে কলকাতায় এনে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশি স্ট্যাম্প মেরে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া। দিনকয়েক বিএসএফের অত্যাচার সহ্য করার পর আমিরকে এক গভীর রাতে তুলে নিয়ে বলা হল সীমান্তের গেট পেরিয়ে চলে যেতে। পিছনে তাকালেই চলবে গুলি। ভাবুন এরা নাকি সীমান্তরক্ষী! এরা নাকি মানুষের রক্ষাকর্তা! একজন ভারতবাসীকে বাংলাদেশি স্ট্যাম্প দিয়ে কীভাবে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। বাংলাদেশে গিয়েও স্থান হল জেলে। সঙ্গে উপরি পাওনা অত্যাচার। জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকা আমির কান্নায় ভেঙে পড়েন। সহানুভূতি জাগে সেদেশের এক ব্লগারের। আমিরের দেড় মিনিটের অসহায় অবস্থার কথা পৌঁছে যায় তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলামের কাছে। তাঁর উদ্যোগেই কলকাতায় আনা হয় আমিরকে এবং ১৪ অগাস্ট মুক্তি। আজ আমিরের অন্য স্বাধীনতা। কিন্তু যারা এই স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত না করা অবধি বাঙালির নিশ্চিন্তের ঘুম আসা উচিত নয়।

e-mail থেকে চিঠি

টাকা তোলার এই খেলা

বিচার হয়ে গেলেও বিচারের অজুহাত খাড়া করে বাম-অতিবাম উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হয়নি! ২০২৪-এ ১৪ আগস্ট রাস্তায় নেমেছিল অতিবামরা। সে ঘটনায় শিয়ালদহ আদালতে বিচার শেষে, দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। আজীবন কারাবাসে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি সে। অভয়াকাণ্ডের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে ফের 'রাত দখল' কর্মসূচির নামে পাড়ায় পাড়ায় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে টাকা তুলতে শুরু করেছে অতিবামরা। 'ডিজিটাল তোলাবাজ'। সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণার পরও কীসের রাত দখল? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মেসেজ। সেখানে দেখা যাচ্ছে রীতিমতো কিউআরকোড শেয়ার করে অতিবামদের কাকুতি-মিনতি— ''যে যা পারবেন সহায়তা করবেন।'' রাত দখলের নামে তবে কি এবার রাস্তায় বেল্লেলাপনা? বাম-অতিবাম ছাড়া সাড়া দিচ্ছে না কেউ। আমাদের প্রশ্ন, কারা রাত দখলের ডাক দিয়েছে? যাঁদের সঙ্গে অভয়ার মা-বাবার দূরত্ব এখন কয়েকশো যোজন। আর সেটা বলছেন নিহত নির্যাতিতার বাবা-মা। নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবি করা এই রাত দখলের কারিগরদের রাজনৈতিক পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছেন তাঁরা। 'অভয়া মঞ্চ'কে আদতে সিপিএমের 'জোট' বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, ওই মঞ্চ সিপিএম পরিচালনা করে। আমরা সিপিএম পার্টি অফিস গিয়েছিলাম। সেখানে সিপিএম নেতারা আমাদের বলেছেন, অভয়া মঞ্চের আন্দোলন আমরাই পরিচালনা করি। এর পরেই দেওয়া হয়েছে ন্যাকামি মার্কা বিবৃতি। ''আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চাই অভয়া মঞ্চ কোনও রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়। সমস্ত দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে।'' যে নির্যাতিতার মৃত্যুকে কাজে লাগিয়ে 'রেস্ত তোলা'র ফন্দিফিকির, তাঁর বাবাই ধরে ফেলেছেন জারিজুরি। অন্য ছবিটাও বেশ মনোরঞ্জক। কিছুদিন আগেই অভয়ার মা-বাবাকে নিয়ে নবান্ন অভিযান করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই কর্মসূচি ঘোষণার সময় তিনি বলেছিলেন, ১৪ আগস্ট অরাজনৈতিকভাবে নাগরিক ও ছাত্রসমাজও রাত দখলে থাকবে। কিন্তু নবান্ন অভিযান ফ্লপ হওয়ার পর সেই রাত দখল কর্মসূচি নিয়ে গেরুয়া শিবির কার্যত পিছু হটেছে। কারণ, বৃহস্পতিবার রাত দখল কর্মসূচিতে প্রায় পুরোটাই সিপিএমের নেতা-কর্মীদের দখলে। সব মিলিয়ে কীসের বিচার কারা চাইছেন, কেন চাইছেন, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা যে টাকা তোলার ফিকির সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

— **স্বপন শীল, বাগুইআটি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

রাতে প্রতিবাদ স্রেফ ক্যালকুলেটিভ

রাত দখলের নাটকের পুনরাভিনয়। কিন্তু কেন? বিচার চেয়েছিলেন। তদন্ত চেয়েছিলেন। তদন্তকারী বেছেছেন আপনারাই। এখন তদন্ত রিপোর্ট মনোমত হয়নি। তাই তদন্তকারী সংস্থার প্রতি ক্ষোভ। স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক যেটা সেটা হল, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতি ক্ষোভ দেখাতে প্রতিবাদ রাজ্যের রাস্তায়। অপূর্ব! এবং মর্মান্তিক। এই হিসেবি আন্দোলনের কানাগলি বেছে নেওয়া তো আদতে প্রতিবাদের ঝাঁঝটাই নষ্ট করে দেওয়া। সেই সঙ্গে আছে আন্দোলনের হাওয়া তুলে আর্থিক তহবিলের স্ফীতি ঘটানোর গোপন অ্যাজেন্ডা। মুখোশ ছিঁড়ে সত্যিটা তুলে ধরলেন **পৌলমী ভট্টাচার্য**

বহুদিন আগে পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি কবিতায় পড়েছিলাম, ''বৃক্ষ শব্দটাকে আমরা ঠিকমত উচ্চারণ করতে ভুলে গেছি /আর বজ্র শব্দটাকেও'' ... আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, প্রতিবাদ শব্দটিকেও বোধ করি উচ্চারণ করতে ভুলেছি আমরা। যদিও এ কবিতার শরীর ধরে এগোলে, আরও একটি লাইনে গিয়ে ঠোক্কর খেতে হয়।

''মুক্তি শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে একবার আমাদের হাড়মাসে ঢুকে পড়েছিল কনকনে শীত। তাই সংগ্রাম শব্দের মত তাকেও আমরা যৎপরনাস্তি এড়িয়ে চলি'' ... এই এড়িয়ে চলাটাই যেখানে দীর্ঘদিনের প্রতিপাদ্য, সেখানে হঠাৎ প্রতিবাদের হিড়িক মুখবদলের স্বাদ দেয় বৈকি। তবে, আভিধানিক অর্থে ''প্রতিবাদ'' শব্দের অর্থ যেহেতু কোন কিছুর বিরোধিতা করা বা আপত্তি জানানো। তাই প্রতিবাদ কোনও কাজের প্রতি অসন্তুষ্টি বা অসম্মতি প্রকাশ করার একটি মাধ্যম তো বটেই। আর সেই কারণেই গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ, কেবল ঘটনা মাত্র নয়, বরং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর একটি অধ্যায়।

কিন্তু বেদনার হলেও প্রবল সত্যকে অস্বীকার করলে ইতিহাস ক্ষমা করে না। সত্তর দশকের উত্তাল পশ্চিমবঙ্গের মাঝ-বরাবর প্রতিষ্ঠিত বাম শাসনের আশ্চর্য শান্তির ঘেরাটোপে প্রতিবাদ শব্দটির ক্রমাগত ক্লিশে অবস্থান বাংলা তথা বাঙালির কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসার মতো ঝুলে থেকেছে। গোটা সময় জুড়ে মেনে ও মানিয়ে নেওয়ার সে সুচারু অনুশীলনের পুরস্কার স্বরূপ ''পাইয়ে দেওয়ার'' এক চমৎকার রাজনীতি। শাসকের চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদের স্পর্ধা হারানো একটা জাতি কেবল বলশেভিক বিপ্লবের স্বপ্ন মাখা চোখে ক্লাব সংস্কৃতির উঠোন থেকে পাড়ায় নজরদারি করেছে। প্রতিবাদ করেনি।

পুঁথি-পোড়ো সেই ক্লীব প্রজন্মের কাছে সংগ্রাম শব্দটিকে যৎপরনাস্তি এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি। গোল বেঁধেছে, অধুনা যাত্রাপথে। গণতন্ত্রের বিরোধীপক্ষের অবস্থান চিরকালই তীব্র হওয়া জরুরি। তাতে রাষ্ট্র কাঠামোর আদতে উপকার। কিন্তু শাসকের বিপরীতে দাঁড়িয়েও সংগ্রামে অনভ্যস্ত সুবিধাবাদ তার জায়গা ছাড়বে কেন? বা ছাড়তে চাইলেও, ছাড়তে পারবে কেন? তাই, তলায় তলায় মাথা রেখে উপরের অংশে বিভক্ত প্রতিবাদ। যার কোনও আশু পূর্ণতা নেই। আছে, জনমনের আবেগ নিয়ে চু-কিত-কিতের অবকাশ।

চেম্বারের ঘেরাটোপে চিকিৎসার মতো সংবেদনশীল দায়িত্বের ভার নিয়েও যথেষ্ট চেনা পরিচিতির গণ্ডিতে পৌঁছতে না পারার বেদনা, ''মিছিলের মুখ'' হয়ে উঠে আত্মসুখ খোঁজে। যার সঙ্গে যোগ নেই, সমাজের স্বজনের। তাই, সমর্থনের তির সামান্য সরে গেলেই, পাততাড়ি গুটিয়ে দৌড়।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য নয়। প্রতিবাদ কোথায় কতটা ভাপ দেবে সুবিধাবাদের তারজলিতে, তার নির্ভুল পাটিগণিত। অন্যায়টুকুই পাখির চোখ নয়। প্রতিপদে প্রতিবাদের চমৎকার বাজারদর নিরীক্ষণ।

মৃত্যুর কাফনে মোড়া শোকের অবয়ব থেকে, পেড়ে আনা সংস্কৃতির নির্লজ্জ আরক।

সন্তান হারানোর যাতনা প্রতিবাদের আগুন হল না। হয়ে গেল মিডিয়ার কনটেন্ট। এ কেবল চূড়ান্ত কষ্ট এর নয়। লজ্জার।

ব্যক্তিজীবনে ঘাড় গুঁজে প্রতিটি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে দিতে হঠাৎ সন্ধ্যার টেলিভিশন চ্যানেলে স্কুল শিক্ষিকার স্বরসপ্তকে মেলে ধরা গোল গোল কথা সস্তা জনপ্রিয়তার আশ্চর্য ককটেলে বাঙ্গালিকে বুঁদ করলেও প্রেরণার শিকড় হয়ে উঠতে স্বভাবতই অপারগ। গোটা আয়োজন প্রতিবাদের সারবত্তায় টনক নড়িয়ে দেওয়ার দায় থেকে হাজার হাজার যোজন দূরে।

এই প্রসঙ্গে, মনে পড়ছে কয়েকদিন আগের একটি দৃশ্য। এয়ারপোর্টের এক নম্বর গেটের কাছে একটি প্রিজন ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবাদী জননেতা পথ অবরোধ করেছেন বলে, পুলিশ সবেগে ধাবমান। রাস্তা অবরুদ্ধ। সেই রাস্তার এক ধারে আটকে পড়া অসংখ্য প্রাইভেট বাসের একটিতে সওয়ারি আমি ও আমার মতো আরও অনেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুলিশ জননেতার হাতের কনুইটি ধরেছে। জননেতা ওই হাতেই পুলিশকে ইশারা করছেন তাঁর কলার ধরতে, বাম হাত উঁচু করে কাউকে বলছেন দ্রুত ছবি তুলতে। খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যাওয়া এমন একটি দৃশ্য যারপরনাই হাসি ছড়িয়েছিল, বাস ভর্তি জনগণের। সেদিন গরমে পথ অবরোধের বিপদ কিছুটা হলেও আমাদের লঘু হয়েছিল, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। পরে দেখেছি, জননেতার ওই ছবিটি তাঁর ফেসবুকের কভার পিকচার হয়েছে। এখন পোড়া দেশের জনগণের সামনে এমন একটি লাইভ কমেডি উপহার দেওয়ার জন্য জননেতা ধন্যবাদ-প্রাপ্য হতেই পারেন, কিন্তু, অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের বিরোধী অবস্থান থেকে প্রতিবাদ শব্দটিকে রাস্তার ধুলোয় টেনে আনার আহাম্মকি ইতিহাস ক্ষমা করবে কি!

চেম্বারের ঘেরাটোপে চিকিৎসার মতো সংবেদনশীল দায়িত্বের ভার নিয়েও যথেষ্ট চেনা পরিচিতির গণ্ডিতে পৌঁছতে না পারার বেদনা, "মিছিলের মুখ" হয়ে উঠে আত্মসুখ খোঁজে। যার সঙ্গে যোগ নেই, সমাজের স্বজনের। তাই, সমর্থনের তীর সামান্য সরে গেলেই, পাততাড়ি গুটিয়ে দৌড়।

কন্যাশ্রী দিবস-এর দ্বাদশ বার্ষিকী কৃতীদের পুরস্কৃত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

২০২৪-’২৫ কন্যাশ্রী প্রকল্পের সফল রূপায়ণ —

- প্রথম - বাঁকুড়া
- দ্বিতীয় - পূর্ব বর্ধমান
- তৃতীয় - পশ্চিম বর্ধমান

বিশেষ পুরস্কার - ঝাড়গ্রাম, উত্তর দিনাজপুর

কলকাতার স্কুলগুলির মধ্যে কন্যাশ্রী পুরস্কার :

- প্রথম - বড়িশা গার্লস স্কুল
- দ্বিতীয় - বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস
- তৃতীয় - উচ্চ বালিকা বিদ্যামন্দির, উচ্চমাধ্যমিক

কলকাতার কলেজগুলোর মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পে সেরা :

- প্রথম - বঙ্গবাসী কলেজ
- দ্বিতীয় - বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন
- তৃতীয় - আশুতোষ কলেজ

৫০ জন কৃতী কন্যাশ্রী

- হুগলির পৌলোমী ঘোষ, কলকাতার দেবস্মিতা রায় ও পশ্চিম মেদিনীপুরের সন্দীপ্তা কামিল্যা। পৌলোমী ও দেবস্মিতা নৃত্যে ও সন্দীপ্তা পোস্টার বানানোয় পারদর্শিতা দেখিয়েছে।
- জলপাইগুড়ির মল্লিকা পাল ও পৌলোমী কীর্তনিয়া খরস্রোতা তিস্তার নদী থেকে একটি শিশুকে বাঁচিয়ে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।
- কলকাতার প্রগতি দাস ডাইভিংয়ে দেখিয়েছে বিশেষ পারদর্শিতা।
- পশ্চিম বর্ধমানের শিলাপাতা ফুটবল খেলায় দেখিয়েছে বিশেষ পারদর্শিতা।
- হুগলি জেলায় তৃষা ঘোষ, পূর্ব বর্ধমানের অনামিকা দে, রিম্পা দেবনাথ জিমন্যাস্টিকসে পারদর্শী।
- পশ্চিম বর্ধমানের সমাপ্তি ঘোষ হাই জাম্পে বিশেষ পারদর্শী।
- নদিয়ায় অনামিকা মণ্ডল ও মিলি দে কবাডি খেলায় জিতেছে একাধিক পুরস্কার।

মার্শাল আর্ট, ক্যারাটে, তায়কোয়ান্দো

- নদিয়ায় লিলি মণ্ডল, হুগলির ঈপ্সিতা খাঁ, রুমাইজা খাতুন
- কোচবিহারের মৌসুমী রায়, সুষমা রায়
- উত্তর ২৪ পরগনার রাজনন্দিনী মণ্ডল
- আলিপুরদুয়ারের অঙ্কিতা রায় ও অনুষ্কা মাইতি, সিমরন মঙ্গার থাপা
- কলকাতার সোহিনী ঘোষ
- নদিয়ার চন্দ্রিমা রায়, রাইফেল শ্যুটিং
- হুগলির দীপিকা দাস, বিশেষভাবে সক্ষম কন্যাশ্রী দক্ষ সাঁতারু
- কলকাতার পৃথা বাল্মীকি, সাঁতার
- হাওড়ার দেবলীনা গড়াই, টেবিল টেনিস

যোগব্যায়াম

- পূর্ব মেদিনীপুর নীলপর্ণা নন্দ
- নদিয়ার পারমিতা সাহা
- হাওড়ার শ্বেতা জানা, স্বাগত মান্না
- হুগলির প্রমিত সিংহ, সঞ্চিতা মণ্ডল, নীহারিকা সাহা
- পশ্চিম মেদিনীপুরের কেয়া দাস, অর্পিতা পণ্ডা
- হুগলির সুরভি ভট্টাচার্য দাবা
- পূর্ব মেদিনীপুরের সুলাঞ্জনা রাউল, ফুটবল, রয়েছেন মায়ানমারে

যারা স্বাবলম্বী

- জলপাইগুড়ির প্রেরণা কুণ্ডু, জেএনইউ, গবেষণা
- উত্তর দিনাজপুরের পায়েল রজক, বেকারির ব্যবসা
- বীথি রায়, জিএনএম, রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ
- হুগলির অদিতি ঘোষ, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
- কোচবিহারের সৌরভী অধিকারী, লেডি কনস্টেবল
- শিলিগুড়ির তানিয়া গোপ, অ্যাকাউন্ট্যান্ট
- কোচবিহারের সুদীপ্তা বিশ্বাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার
- উত্তর ২৪ পরগনার বাণী সাহা, বিএসএফ ১৬৫ ব্যাটালিয়ন কনস্টেবল, জম্মু কাশ্মীর
- দার্জিলিংয়ের প্রতিমা রাই, এনসিসি এভারেস্ট এক্সপিডিশন
- পশ্চিম মেদিনীপুরের আফরিন জাবি, ইংলিশ চ্যানেল

অনুপস্থিত

- পুরুলিয়ার মৌমিতা সেন, এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট ও কালিম্পংয়ের প্রিয়া বাসর, সায়েন্টিফিক অফিসার, অ্যাটমিক এনার্জি

কন্যাশ্রীরা দেশ চালাবে, ওদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : আমার কন্যাশ্রীরা বিশ্বশ্রী হয়ে বিশ্বকে পথ দেখাবে। বিশ্বকে বার্তা দেবে, আমরা ঐক্যবদ্ধ, আমরা সংঘবদ্ধ। বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে দ্বাদশ কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি আজকের সমাজে অভিভাবকদের উদ্দেশে তাঁর সুস্পষ্ট বার্তা, মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেবেন না। কন্যাশ্রীদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন। মেয়েরা তাদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে নিতে পারে। আর বিয়ে দেওয়ার এত তাড়া কেন? ১৮ বছর বয়স হলে কন্যাশ্রীরা ২৫ হাজার টাকা পাচ্ছে। সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিন। তারপর রূপশ্রী রয়েছে। সেখানেও ২৫ হাজার টাকা পাচ্ছে। তাহলে বাবা-

মায়ের তো এত চিন্তা করার কিছু নেই। মনে রাখবেন, মেয়েরা যেমন সংসার চালায়, তেমন মেয়েরা প্লেন চালায়, দেশও চালায়। নাসা থেকে ভাষা— সর্বত্রই কন্যাশ্রীরা জয় করতে পারে। তাই বলছি, কন্যাশ্রীদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দিন। তাহলেই তারা একদিন বিশ্বশ্রী হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু কন্যাশ্রী বা রূপশ্রী নয়, ‘সবুজ সাথী’র সাইকেল থেকে ‘তরুণের স্বপ্ন’-এ স্মার্টফোন দিচ্ছে রাজ্য সরকার। পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য এবং গবেষণার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম স্কলারশিপও দেওয়া হচ্ছে। সব টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে কেন্দ্র, তা সত্ত্বেও আমরা সব প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছি। সব টাকা নিজেরাই দিচ্ছি। তাই কন্যাশ্রীদের সাত তাড়াতাড়ি বিয়ের চাপ দেবেন না। তাদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ দিন। তাদের বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হতে দিন।

কন্যাশ্রী : প্রাথমিকে ড্রপআউট শূন্য

প্রতিবেদন : কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পর বর্তমানে ড্রপ-আউটের সংখ্যা নেমে এসেছে শূন্যে। শুধু ইউনেস্কোর বিশ্ব স্বীকৃতি নয়, কন্যাশ্রীর আসল সাফল্য এখানেই। বৃহস্পতিবার দ্বাদশ কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানে সে-কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এখন মেয়েরা শুধু পড়াশোনা নয়, ভোকেশনাল ট্রেনিংও করছে। কন্যাশ্রী শুরুর আগে ২০১১ সালে ড্রপ-আউটের সংখ্যা ছিল পৌনে ৫ শতাংশ। কন্যাশ্রী চালুর পর প্রাথমিকে ছাত্রীদের ড্রপ-আউট এখন শূন্য। যারা বাংলাকে নিয়ে সমালোচনা করেন তাঁদের এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নিচু থেকে লোক তুলে আনতে। আজ মেয়েরা দেখিয়ে দিয়েছে প্রাইমারিতে ড্রপ-আউট জিরো। সেকেন্ডারিতে ২০১১-’১২ সালে ড্রপ-আউটের সংখ্যা ছিল ১৬.৩২ শতাংশ। এখন হয়েছে ২.৯ শতাংশ। তার মানে মেয়েরা পড়াশোনা করছে। উচ্চমাধ্যমিকে আগে ছিল ১৫.৪১ শতাংশ। এখন হয়েছে ৩.১৭ শতাংশ। অনেকে এই সময়ে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে চাকরিতে ঢুকে যায়। এটা কি গর্ব করার ব্যাপার নয়? বিশ্বের ৫৫২ প্রকল্পের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প। এই প্রকল্পের ফলে স্কুলছুট কমেছে। কন্যাশ্রীর সাথে সবুজসাথীও পাচ্ছে তারা। সবুজসাথী প্রকল্পে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ সাইকেল দেওয়া হয়েছে। ১২ লক্ষ পড়ুয়াকে এই মাসের শেষের দিকে সাইকেল দেব। এছাড়া বিয়ের সময় ২৫ হাজার টাকাও পাচ্ছে। একাদশ শ্রেণিতে আমরা ওদের স্মার্টফোন দিচ্ছি বিনামূল্যে, যাতে নিজের পড়াশোনা নিজেরাই খুঁজে নিতে পারে। সেটার নাম দিয়েছি আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একটি বই ‘তরুণের স্বপ্ন’র নামে। এছাড়া গবেষণা উচ্চমাধ্যমিক এসবের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট ও স্কলারশিপ আমার দিচ্ছি। ইউজিসি সব বন্ধ করে দিলেও আমরা নিজেরা দিচ্ছি।

কন্যাশ্রী দিবসে ইউনেস্কো ও ইউনাইটেড নেশনসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ৬২টি দেশের ৫৫২টি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে কন্যাশ্রী। এর উপকার পেয়েছে ৯৩ লক্ষ পড়ুয়া। আমি চাই পরের বছর ১ কোটি হোক। বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। ১৭ কোটি খরচ হয়েছে এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই। নিজের কলেজে ভর্তির সমস্যার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আমি যে কষ্ট পেয়েছি, ছোটরা যেন তা না পায়। আজকের নতুন প্রজন্ম যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। সেজন্য এই প্রকল্পের পরিকল্পনা। আর সেই কন্যাশ্রী প্রকল্প যখন বিশ্বের দরবারে প্রথম স্থান অধিকার করে নিল, সেই মুহূর্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হলফনামা চাইল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলার শ্রমিকদের আটক ও বাংলাদেশে পুশব্যাকের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে সামিরুল লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলায় ভারত সরকার এবং ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সহ বিজেপি রাজ্যগুলির নাম উল্লেখ করেছি। যে শ্রমিকরা তাঁদের শ্রমের বিনিময়ে দেশ গঠনে শামিল হন, তাঁদের হয়ে বিচার চেয়েই এই আবেদন। এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা উঠলে আদালত কেন্দ্র ও অন্য রাজ্যের কাছে হলফনামা তলব করে। ২৫ অগাস্ট মামলার শুনানি।

হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর) করতে হলে, বাংলা ভাষাকে অপমান করতে হলে আমাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে গিয়ে এই অপমান করতে হবে। আমরা কাউকে অসম্মান করি না। কিন্তু আমাদের অসম্মান করার অধিকার তোমাদের কারও নেই। সুপ্রিম রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, নথি হিসেবে কেন আধার কার্ড গৃহীত হবে না? এটাকে সুপ্রিম কোর্ট অনুমতি দিয়েছে। বাংলার আইনজীবীরা খুব লড়াই করেছেন। এরপরই কার্যত স্লোগান তুলে নেত্রী বলেন, আমাদের স্বাধীনতা আমরা কাউকে কেড়ে নিতে দেব না। নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। কে কী খাবে- কে কী পরবে তার অধিকার কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওরা বলছে বাংলা বলে নাকি কোনও ভাষাই নেই! এর থেকে বড় অপমান আর এর থেকে বড় লাঞ্ছনা কিছু হতে পারে না। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন আমি তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম। লড়াই কম করিনি জীবনে, আবারও লড়াই করব। কিন্তু মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে দিচ্ছি না, দেব না। এটা আজকের দিনে আমাদের শপথ। একবার নয়, লক্ষ কণ্ঠে-বজ্র কণ্ঠে-হাজারো কণ্ঠে বলতে হবে। যতদিন বাঁচব লড়াই করে বাঁচব। লড়াই-ই আমার জীবনের সংগ্রাম-হাতিয়ার। অধিকারের লড়াই চলবে। বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান থেকেও বাংলাকে অপমানের প্রতিবাদে কেন্দ্রকে চড়া সুরে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হুঙ্কার, কেন বাংলাকে অপমান করবেন! বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি? বাংলা নাকি কোনও ভাষাই নয়! তাহলে জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় গান কোন ভাষায় রচিত হয়েছিল? এরপরই কন্যাশ্রীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, সব ভাষা শিখুন কিন্তু মাতৃভাষাকে কখনও ভুলবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলা ভাষার মতো মাধুর্য কোথাও পাবেন না। প্রয়োজনে অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষা দরকার। কিন্তু বাংলা ভুলে নয়। সব ভাষাই জানা উচিত। যত ভাষা শিখবেন তত উন্নত হবেন। বাংলাভাষাকে সম্মান করার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সকলকে বলব, বিশ্বের মুকুট আপনার মাথায় পরুন। বিশ্ব জয় করুন। নাসা থেকে ভাষা— সর্বত্রই বাংলা। আমাদের বাংলার মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। আমি মনে করি দেশের সেরা বাংলা, বিশ্বসেরা বাংলা। উৎসবে সেরা বাংলা। উন্নয়নে সেরা বাংলা। তাঁর আরও সংযোজন, বাংলার মাটি রামকৃষ্ণ, স্বামীজি, নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিদ্যাসাগরের মাটি। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়, বাদল, দীনেশ, মাতঙ্গিনী হাজরাদের মাটি। রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জাব থেকে শুরু করে বাংলা দিয়ে শেষ করেছিলেন জাতীয় সঙ্গীত। বাংলা না থাকলে ভারত স্বাধীনতা পেত না। রাজা রামমোহন রায় বাংলা থেকে সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন। বাবাসাহেব আম্বেদকর নির্বাচিত হয়েছিলেন এই বাংলা থেকে। যেদিন স্বাধীন ভারত শপথ গ্রহণ করছে সেদিন গান্ধীজি ছিলেন এই বাংলায় বেলেঘাটার গান্ধী আশ্রমে। তিনি তখন দাঙ্গা রোধে ব্যস্ত ছিলেন। নাম না করে তিনি বলেন, যারা একদিন এক কাপড়ে চলে এসেছিলেন তাঁরা তো নাগরিক বলে গণ্য হয়েছিলেন। যাঁরা অবৈধভাবে এসেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। তোমরা বাংলা ভাষাকে অপমান করবে কেন! এই অপমান বাংলার মানুষ মেনে নেবে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন জাতীয় সঙ্গীত। বন্দে মাতরম্ বঙ্কিমচন্দ্রের। জয় হিন্দ্ সুভাষচন্দ্রের। আমরা ‘জয় বাংলা’ বলি কারণ আমরা চাই বাংলা বিশ্ববাংলা হোক।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সল্টলেকের ঘাতক গাড়িচালককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম বিনোদ রায়। বুধবার নয়াব্রিজে গাড়ির ধাক্কায় অ্যাপ-বাইক চালকের মৃত্যুর পর থেকেই পলাতক ছিলেন তিনি

১৬ অগাস্ট জন্মাষ্টমীর ছুটি ঘোষণা নবান্নের

প্রতিবেদন : জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য জানিয়ে দিল, ১৫ নয়, আগামী ১৬ অগাস্ট শনিবারই রাজ্যে সরকারি ছুটি থাকবে। ফলে ওই দিন বন্ধ থাকবে সব সরকারি ও সরকারপোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পঞ্জিকা অনুযায়ী ১৫ অগাস্ট মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে কৃষ্ণ সপ্তমী, আর পরদিন সারাদিন কৃষ্ণ অষ্টমী। দেশের বিভিন্ন রাজ্য আগেই ১৬ অগাস্ট জন্মাষ্টমীর ছুটি ঘোষণা করেছিল। শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারও ১৬ অগাস্ট ছুটি ঘোষণা করল। নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শনিবার রাজ্য সরকারের সমস্ত দফতর, স্থানীয় প্রশাসনিক কার্যালয়, সরকারি বোর্ড, কর্পোরেশন, আধা-সরকারি সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

সম্মানিত ১৫ পুলিশ কর্মী

প্রতিবেদন : ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে বাংলার জন্য বিশেষ সম্মান। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোষণায় 'মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস' পাচ্ছেন রাজ্যের ১৫ জন পুলিশকর্মী। দীর্ঘ কর্মজীবনে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপই এই পদক প্রদান করা হবে। মেডেল পাচ্ছেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, ডেপুটি পুলিশ সুপার প্রিয়ব্রত বক্সি, এসিপি দেবাংশু দাশগুপ্ত, ইনস্পেক্টর কোহিনুর রায়, এসআই স্বপনকুমার রায়, এসআই সুব্রত সেন, এএসআই শুভময় মিত্র, এসআই আনন্দ মণ্ডল, কনস্টেবল স্বরূপ বসাক, এএসআই আসমানারা বেগম, কনস্টেবল মানিক বড়ুয়া, এএসআই মহম্মদ আফতার হোসেন ও এসআই রাজীব দাস। তালিকায় রয়েছেন রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত আইপিএস ত্রিপুরারী অথর্বও। চলতি বছর সারাদেশে মোট ১,০৯০ জন পুলিশ কর্মী এই তালিকায় রয়েছেন এরমধ্যে ৭৫৮ জন 'মেরিটোরিয়াস সার্ভিস' পদক পাচ্ছেন।

উপাচার্যের মিথ্যাচার ফাঁস

প্রতিবেদন : ২৮ অগাস্ট, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই বেছে বেছে পরীক্ষা রেখেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কার প্ররোচনায় ওই দিনটাকেই পরীক্ষার দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে? টিএমসিপি'র এই প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত দিতে পারেননি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য শান্তা দত্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পরিকাঠামো নিয়ে উপাচার্যকে ৫ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল ছাত্রনেতা সুদীপ রাহা। কিন্তু সেই ৫ প্রশ্নের উত্তরও অধরা। এবার সংবাদমাধ্যমের সামনে পরীক্ষার সূচি নির্ধারণ নিয়ে উপাচার্যের মিথ্যাচার ফাঁস করলেন সুদীপ। সমাজমাধ্যমে লেখেন, কাকে খুশি করতে সংবাদমাধ্যমে মিথ্যাচার করছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য? মুখ্যমন্ত্রীকে রাজধর্ম পালনের নিদান দেওয়ার আগে উনি সত্যের পথ অবলম্বন করুন! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেননি বা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। ধরে নিলাম, ওনার কাছে উত্তর নেই। আজ আবার একটি প্রশ্ন সংযোজন করছি। আমার ৬ষ্ঠ প্রশ্ন: উপাচার্য সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, তিনমাস আগে পরীক্ষার সূচি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই ২৮ তারিখের ছাত্র সমাবেশের দিন পরীক্ষার দিন নির্ধারণ কোনও পূর্বপরিকল্পিত বিষয় নয়। উপাচার্য এই ডাহা মিথ্যেটা বললেন? পরীক্ষাসূচিতে সই করা হয়েছে ২৩ জুলাই। অর্থাৎ তিনমাস আগে পরীক্ষাসূচি নির্ধারণ হয়ে যাওয়ার যে দাবি উনি করছেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসূচির নোটিশে অথরাইজড ব্যক্তির করা সইয়ের নিচে তারিখটি দেখুন!

তৃণমূল শেষ দেখে ছাড়বে

এসআইআর নিয়ে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে শেষ দেখে ছাড়বে তৃণমূল কংগ্রেস। একজন ন্যায্য ভোটারের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলবে না তৃণমূল। কোনওভাবেই ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রয়োগ করতে দেবে না তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে বাংলার মানুষ পথে নেমে বিজেপির চক্রান্তের মোকাবিলা করবে। প্রয়োজনে দিল্লিতে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ করে এসআইআর-বিরোধী আন্দোলন করা হবে বলে ফের সোজাসাপটা জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী দেশের শীর্ষ আদালত যদি এসআইআরের বিরুদ্ধে রায় দেয় তবে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রিভিউ পিটিশন দাখিল করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা। বৃহস্পতিবার দিল্লির ২০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে দলের নতুন পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্তে কথা বলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা। তিনি জানিয়েছেন, যেদিন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে যে এসআইআর তাদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে সেদিন থেকে শুরু হবে গণ-আন্দোলন। এসআইআর ইস্যুতে সবার আগে সোচ্চার হয়েছিল তৃণমূল, পরে বিরোধী শিবির, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও জানান অভিষেক নিজেই। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র বারাণসীতে ভোটার তালিকার ভুয়ো ভোটার ধরা হচ্ছে না কেন? প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। এদিনও ফের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান তিনি। তাঁর মতে, রাজীব কুমারই আসল দোষী, তাঁর আমলেই তৈরি হয়েছিল এই ভোটার তালিকা, যা ভুয়ো ভোটারে ভর্তি। এই কারণেই তিনি লোকসভা ভঙ্গ করে নতুন করে ভোটের দাবি তুলেছেন। তাঁর সংযোজন, বিজেপি তাঁর পদত্যাগ চাইছে। তিনি পদত্যাগ করতে রাজি, এক মিনিটে পদ ছাড়বেন, কিন্তু তার আগে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ গোটা সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, নতুন করে লোকসভার ভোট গ্রহণ করতে হবে, বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন অভিষেক নিজেই।

অভিষেক বলেন, নির্বাচন কমিশন এসআইআরের নামে জন্মের শংসাপত্র চাইছে, তা পুরোপুরি অবৈধ— সাফ জানান অভিষেক। এই প্রসঙ্গেই তাঁর তোপ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার নিজের বাবা-মার জন্মের শংসাপত্র দেখাতে পারবেন তো? অভিষেক মনে করিয়ে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন একটি মনোনীত সংস্থা, রাজ্য সরকার কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত। মানুষের রায়ই শেষ কথা বলবে, আরও একবার জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় এসআইআর করার চেষ্টা করেও বিজেপি আগামী বছরের বিধানসভা ভোটে কোনও লাভ করতে পারবে না।

ধন্যবাদ দেবাংশুর

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মানুষের জয়! শেষপর্যন্ত শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, বিহারে এসআইআর-এ বাদ যাওয়া ৬৫ লক্ষ ভোটারের প্রামাণ্য নথি হিসেবে গণ্য করতে হবে আধার কার্ডকেও। পুনর্বিবেচনার আবেদনে আধার জমা করতে পারবেন ভুক্তভোগীরা। এই ঐতিহাসিক সুপ্রিম-নির্দেশের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, বিরাট জয়! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আধার কার্ডকেও গ্রহণ করতে হবে এসআইআর-এ... বিরোধীরা আরও একবার গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে দিল নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের জুটির হাত থেকে। বাঁচিয়ে দিল মানুষের মাটি আর মাতৃভূমির প্রতি অধিকারকে। নতমস্তকে প্রণাম জানাই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে, রক্ষা করিলে অঙ্কে, স্নেহময়ী তুমি মাতা...

■ বৃহস্পতিবার ১৪ অগাস্ট মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে টালিগঞ্জের রানিকুঠি মোড়ে 'মধ্যরাতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন'। উপস্থিত টালিগঞ্জের পুর প্রতিনিধি ও দলীয় কর্মীরা। স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষে এবারে থিম ছিল 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা'।

■ বৃহস্পতিবার ১৪ অগাস্ট কন্যাশ্রী দিবসে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত রবীন্দ্রভবনে ছাত্রীদের সামনে বক্তব্য রাখছেন কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ বিধাননগর কর্পোরেশনের ৩০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ডেপুটি মেয়রের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি। ছিলেন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, অন্যান্য কাউন্সিলর ও ব্লকের বাসিন্দারা।

■ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে অশোকনগর বিধানসভায় বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হুইল চেয়ার ও ট্রাই সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে সব্যসাচী দত্ত, নারায়ণ গোস্বামী-সহ অন্যরা।

■ বিদ্যাসাগর ভবনে, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

■ বেলুড়ে দ্বিতীয় বর্ষের তাঁতবস্ত্র মেলা। উদ্বোধনে বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে।

■ মথুরাপুর-১ ব্লকের লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে বক্তা সাংসদ বাপি হালদার। ছিলেন বিডিও সোমনাথ মান্না, প্রধান ও উপপ্রধান-সহ পঞ্চায়েত আধিকারিকরা।

আজ স্বাধীনতা দিবস। তেরঙ্গার রঙে সেজে উঠেছে গজলডোবার ঝুলন্ত সেতু

প্রকল্পের সূচনা, সচেতনতা শিবির, পাহাড়-সমতলে কন্যাশ্রী দিবস

ব্যুরো রিপোর্ট : কোথাও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ছাত্রীদের মিছিল, কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কোথাও আবার পুলিশের উদ্যোগে কন্যাদের সচেতন করতে বিশেষ শিবির। বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে নানাভাবে পালন করা হল বিশ্বের ৫৫২টি প্রকল্পের মধ্যে শীর্ষে থাকা কন্যাশ্রী প্রকল্পের দিবস উদযাপন অর্থাৎ কন্যাশ্রী দিবস। রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গেই উত্তরের পাহাড় থেকে সমতলে পালন করা হল দিনটি। জলপাইগুড়িতে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় ধূপগুড়ির বিবেকানন্দ পাড়ার এক আধুনিক ট্রেনিং সেন্টারে পৌঁছে তিনি কন্যাশ্রী মেয়েদের সঙ্গে নিজের হাতে সেলাই শিখলেন। সেন্টারের উন্নত যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণের মান ও সঠিক ব্যবস্থাপনা দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করেন বিধায়ক। শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এখানেও নানা অনুষ্ঠানে দিনটি উদযাপন করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের বালুছায়াতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ছাত্রীদের নিয়ে পালিত হয় কন্যাশ্রী দিবস। বালুছায়াতে সরকারি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন সাইবার ক্রাইম থানা, মহিলা থানা ও জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনে কন্যাশ্রী ছাত্রীরা নানান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে, আদালত ও আইন বিষয়ে সচেতন করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে ২৫ জন ছাত্রীকে আইনি সচেতনতা পাঠ দেন বালুরঘাট আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে অনুষ্ঠিত জেলা স্তরের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত করা হয় রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানকে। ছিলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি-সহ নেতৃত্ব। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মালদহে পালিত হল কন্যাশ্রী দিবস। কোচবিহারে ছিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাস, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমদ।

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের প্রশংসায় বিজেপি নেত্রী

সংবাদদাতা, কোচবিহার : আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে আপ্লুত! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের প্রশংসা করলেন কোচবিহারের গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য। তিনিও প্রশংসা করেছেন এই উদ্যোগের। জানা গেছে কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত গড়িয়াহাটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ এর ১৫৬ বুথের বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সদস্য ইউনিক রায় সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, এটা খুব ভাল উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী দশ লক্ষ টাকা করে যে বরাদ্দ করেছেন তাতে এলাকার রাস্তা পানীয় জল-সহ নানা সমস্যা মিটবে। এই প্রকল্পে সাধারণ মানুষও খুশি। কোচবিহার ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের হক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রকল্পে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরাও বুঝতে পেরেছেন এই প্রকল্পের সফলতা কতদূর। গ্রামের সাধারণ মানুষও উপকৃত হচ্ছেন এই প্রকল্পে।

ফের ধস ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: ফের ধসে বিপর্যস্ত বাংলা-সিকিম লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। তিস্তার গ্রাসে একাধিক জায়গায় ধসে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। আর তাতেই একদিকে যেমন সমস্যায় পড়েছেন পর্যটক থেকে নিত্যযাত্রীরা, অন্যদিকে তিস্তার ভয়াবহ রূপ দেখে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এলাকাবাসী। টানা প্রায় ১৫ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কটি। ১৫ অগাস্ট বিকেল পর্যন্ত সড়কটি বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার নতুন করে ধসের ঘটনা ঘটে ২৮ মাইল ও ১৮ মাইলের সেলফিদাঁড়ায়। এর আগে মামখোলা, লিকুভিড়, রেশি-সহ একাধিক জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে। সেসব জায়গাতেও মেরামতের কাজ করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ২৯ মাইল-সহ ওই সব জায়গায় ধসে তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছে গোটা সড়কটাই।

■ বিপর্যস্ত রাস্তা।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ২৩ পরিবার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি শিবির। ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডার অঞ্চলের বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়ের নিজের বুথ থেকেই বুথ সভাপতি বাবলু রায়-সহ মোট ২৩টি পরিবার, অর্থাৎ ১০০-রও বেশি ভোটার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধায়কের নিজের বুথেই এমন ভাঙন আগামী দিনে বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াবে এবং এই এলাকা তৃণমূলের দুর্গে পরিণত হবে। অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেতা মনোজ রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে শামিল হতেই সকলে যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, আগামী দিনে আরও বহু পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেবেন। ময়নাগুড়িতে এই ঘটনা তৃণমূলের সংগঠনকে আরও মজবুত করে তুলবে বলে দাবি করা হয়েছে।

■ যোগদানকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দলীয় পতাকা।

কর্ণগড়ের পাথর মিউজিয়ামের পথে

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : রানি শিরোমণি গড়ে ঝোপজঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছিল পাথর কেটে খোদাই করা পদচিহ্ন। দাবি উঠেছিল সংরক্ষণের। সেই দাবি মেনে সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই পদচিহ্নযুক্ত পাথর মিউজিয়ামে রাখার জন্য রাজ্য পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ বিভাগকে আবেদন জানাল জেলা প্রশাসন। এবিষয়ে চিঠিচাপাটিও করা হয়ে গিয়েছে। এখন কেবলমাত্র চিঠির উত্তর আসার অপেক্ষা। ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কর্ণগড় এখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

কোর্ট চত্বরে আত্মঘাতী

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বৃহস্পতিবার বালুরঘাট আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের লাগোয়া বাথরুমের পেছনদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ মেলে। বাথরুমের ঘুলঘুলির শিকের সঙ্গে নিজের গায়ের গেঞ্জি দিয়ে ফাঁস দেন ওই ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম বাপি সরকার, বাড়ি বালুরঘাট থানার হোসেনপুর এলাকায়। ডাকাতি, মাদকবিরোধী আইন-সহ বেশ কিছু কেসে অভিযুক্ত। বর্তমানে ওই ব্যক্তি জামিনে রয়েছেন, তবে এদিন তাঁর আদালতে কেসের ডেট ছিল না।

স্বাধীনতা দিবসে পুরস্কৃত হবে ২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত

সংবাদদাতা, কোচবিহার : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিচারে জেলার সেরা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পুরস্কৃত করবে জেলা প্রশাসন। কোচবিহারের ২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হবে স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ দিনে। তাঁদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন কোচবিহার জেলাপরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন ও জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা। জানা গেছে এবছরও কোচবিহারে যথাযোগ্য মর্যাদায় উজ্জাপিত হবে স্বাধীনতা দিবস। কোচবিহারের জেলাশাসক দফতরে এদিন স্বাধীনতা দিবসের শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেছেন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা নিজে। জানা গেছে কোচবিহার জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ৯টায় কুচকাওয়াজের মাধ্যমে অভিবাদন জানানোর পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে জেলাশাসক অফিসের চত্বরে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলাশাসক। এরপরে লাগোয়া উৎসব অডিটোরিয়ামে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরা বক্তব্য রাখার পরে কোচবিহার জেলায় এই শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে। এরপরে সকাল ১০টায় কোচবিহার জেলা পরিষদ ভবনে হবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সংবর্ধনা জানানোর অনুষ্ঠান। জানা গেছে জেলার ২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাছাই করা হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বাড়ি বাড়ি শৌচালয় আছে ও যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা হয় না। সেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেবে প্রশাসন। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত বলেন, সব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় জোর দিতে এই পুরস্কারের ভাবনা।

৮
১৫ অগাস্ট
২০২৫
শুক্রবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 August, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অগাধ আস্থায় শিক্ষা বিস্তারের স্বপ্নে বুঁদ শিবা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : কন্যাশ্রী দিবসে কন্যাশ্রীদের উপর ভরসা রেখে নতুন স্বপ্নের কথা শোনাল শিবা সিং। বলরামপুরের স্টেশনের অদূরে চুটকিডি এলাকার যাযাবর পল্লির বাসিন্দা বছর পনেরোর এই কিশোর। যাযাবর বা গুলগুলিয়া কিংবা ইরানি পরিবারের মানুষের মূল জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। তবে কেউ কেউ হস্তশিল্প গড়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সমাজের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত না।

এই সমাজেরই একজন হয়ে শিবার স্বপ্ন শিক্ষার বিস্তার। নিজে বলরামপুর ভজনাশ্রম হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে। এবার মাধ্যমিক দেবে। নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি রোজ সকালে নিজেদের সম্প্রদায়ের অন্য শিশুদের বিনা পয়সায় পড়ায়। এলাকার অনেক শিশুই তাই এখন স্কুলে যাচ্ছে। শিবার চার ভাইবোনও স্কুলে পড়ে। তার কথায়, যাযাবরদের আগে কোনও স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। তবে তাদের একটি দল চুটকিডিতে ঝুপড়ি বস্তি বানিয়ে কয়েক দশক ধরে বসবাস করছে। এখানে আগে কেউ স্কুলে যেত না। ট্রেনে, রাস্তার ধারে ভিক্ষে করত শিশু ও মহিলারা। পুরুষরা হাতে তৈরি খেলনা, ঝোলা, ঘর সাজানোর জিনিস বিক্রি করত। মাঝে মাঝে পুলিশ বস্তিতে ঢুকে সমাজবিরোধী কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাউকে ধরেও নিয়ে যেত। শিবার বাবা ঘনশ্যাম সিং বলরামপুর ভজনাশ্রম হাইস্কুলেই সপ্তম শ্রেণি অবধি পড়েছিলেন। মা লিছমা দেবী সিং নিরক্ষর। তাঁরা কাগজের হস্তশিল্প বানান। মূলত বাবা-মায়ের সহায়তায় শিবা নিজে পড়ছে, অন্যদেরও পড়াচ্ছে। কন্যাশ্রী দিবসের দিন সে বলে, মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনেক সহায়তা করেন।

কন্যাশ্রী আছে, বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ আছে। আছে মিড ডে মিল। এগুলো তাদের সমাজের কেউ আগে জানত না। আমরা সকলকে বোঝাচ্ছি মেয়েদের কন্যাশ্রী করো। বিয়ের বয়স হলে রূপশ্রী নাও। দিদি সবসময় পাশে আছেন। শিবার বোন অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া রাজনন্দিনী বলে, আমি কন্যাশ্রী। পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, সমাজের সর্বস্তরে কন্যাশ্রী আজ জনপ্রিয়। যাযাবররাও দিদির দেখানো পথ ধরেই সমাজের মূল স্রোতে ফিরছেন।

■ নিজের বাড়িতে ছোটদের পড়াচ্ছেন বলরামপুরের শিবা।

নিজের বিয়ে রোখায় কন্যাশ্রী দিবসে ডাক

সংবাদদাতা, কেশপুর: নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা পরিবারের। পুলিশ ডেকে সেই বিয়ে রুখে দিয়ে আলোচনায় সেই কন্যা। বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে ঘটনাটি ঘটে। নাবালিকার সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কন্যাশ্রী দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জেলা পরিষদের শিশু, নারী ও জনকল্যাণ দফতরের আধিকারিকেরা। ওই নাবালিকা দশম শ্রেণির ছাত্রী। অভিযোগ, জোর করে তার বিয়ে দিচ্ছিলেন বাড়ির লোকজন। সেই জন্যই এদিন তাকে স্কুলে যেতে দেওয়া হয়নি। কেড়ে নেওয়া হয় মোবাইল ফোনও। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামে যান পুলিশ ও শিশুকল্যাণ দফতরের আধিকারিকেরা। তখন জোরকদমে বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। পুলিশ তাঁদের বুঝিয়ে বলে, ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেওয়া বেআইনি।' এর পর ১৮ বছর না হলে তাঁরা মেয়ের বিয়ে দেবেন না বলে লিখিত মুচলেকা দেন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা।

বাংলা ভাষা ও বাঙালির অপমান সহ্য করবেন না, সাফ কথা সাংসদ পাঠানের

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর: বাংলাদেশি সন্দেহে দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে হেনস্থার অভিযোগে কয়েক মাস ধরে উত্তাল দেশ-রাজ্যের রাজনীতি। সেই সময় রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ গুজরাতের বাসিন্দা ইউসুফ পাঠান বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে হেনস্থার ঘটনায় সরব হলেন। বৃহস্পতিবার বহরমপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে লিপিকা মেমোরিয়াল স্কুলে রাজ্যের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। সঙ্গে ছিলেন বহরমপুরের পুরপ্রধান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়-সহ অন্য আধিকারিকেরা। সেখানেই ইউসুফ বলেন, বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে যে সমস্যা হচ্ছে তা আমি জানি। ইতিমধ্যেই বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা নিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি। সম্ভব হলে তাঁর সঙ্গে গোটা বিষয়ে আলোচনা করব। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ, মালদা, কোচবিহার এবং আরও কয়েকটি জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে ভিনরাজ্যে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। বাংলায় কথা বলার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়। কয়েকটি রাজ্য থেকে বাংলার শ্রমিকদের জোর করে বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করে বিএসএফ। বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। মামলাটি গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলোকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলেছে। সেই প্রসঙ্গে ইউসুফ বলেন, এখানকার লোকেদের সঙ্গে যে অন্যায় হচ্ছে তার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানের পাশে রয়েছি সকলে। বাংলা ভাষা এবং বাঙালির অপমান সহ্য করব না। বাংলা সুন্দর। এই ভাষায় কথা বলা অনেক মানুষ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাই সকলের সম্মান করা উচিত।

সিইউ-র পরীক্ষাসূচি নিয়ে মিথ্যা বিবৃতির অভিযোগ

প্রতিবেদন : পরীক্ষার সূচি নিয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত 'মিথ্যাচার' করেছেন বলে অভিযোগ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষানুরাগীদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া নথি বৃহস্পতিবার সমাজ মাধ্যমে তুলে ধরে মিথ্যাচারের পাল্টা অভিযোগ করেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সহ-সভাপতি সুদীপ রাহা। সুদীপ লিখেছেন, উপাচার্য ডাহা মিথ্যা বললেন? পরীক্ষাসূচিতে সই করা হয়েছে ২৩ জুলাই। অর্থাৎ, তিন মাস আগে পরীক্ষাসূচি নির্ধারণ হওয়ার যে দাবি উনি করেছেন, তা অসত্য। অঙ্কের হিসাবে খুব বেশি হলে তিন সপ্তাহ হয়। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচি চূড়ান্ত হওয়ার পর পরীক্ষা সূচি ঘোষিত হয়েছে। ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ফেলেছে। সেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া দাবি নানা মহল থেকে আসার পরও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে অনড় রয়েছে। তিন মাসে আগে পরীক্ষাসূচি ঠিক হওয়ার বিবৃতি যে সঠিক নয়, তথ্যই প্রমাণ দিচ্ছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে বিশেষ কমিটি গঠন করা হল

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কার্যত এই নামটি শুনে আসছে ঘাটালের মানুষ। বিশেষত বর্ষাকাল এলেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা ভেসে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য তার নিজস্ব কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ করে কাজ শুরু করেছে এই প্ল্যানের। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, দাসপুর ও কেশপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে। ইতিমধ্যেই পাঁচ থেকে ছয়জনকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। যে কমিটি প্রত্যেক ব্লক ও বিধানসভা ক্ষেত্রের নালা ও নদী সংস্কার-সহ সমস্যাগুলি মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করে সমাধানের দেখভাল করবে। রাজ্যের পূর্ত ও সেচ বিভাগের কর্তারা যখন মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের বৈঠকে আসবেন, সেখানে ওই ব্লকের কমিটি সদস্যদের সঙ্গেও পরামর্শ করবেন। মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে এই বিশেষ কমিটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

কেন্দ্রের ভাষাসন্ত্রাস, সোনামুখী কলেজে টিএমসিপির কর্মসূচি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষী মানুষদের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষে সোনামুখী কলেজ চত্বরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হল বৃহস্পতিবার। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কলেজের সাধারণ সম্পাদক সুজিত থান্দার। ছিলেন টিএমসিপির বহু সদস্য ও কলেজ ইউনিটের নেতৃত্ব। সভামঞ্চ থেকে ছাত্রনেতারা একবাক্যে জানান, বাংলা ভাষার অবমাননা সহ্য করা হবে না। বাংলাভাষী মানুষের প্রতি কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক ভাষানীতি অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে। বাংলা ভাষার মর্যাদারক্ষার অঙ্গীকার করে ভবিষ্যতেও এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয়।

নেতাজির মূর্তি উন্মোচনে বিধায়ক

■ নেতাজির মূর্তি উন্মোচনে অলক মুখোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বৃহস্পতিবার বড়জোড়ায় উন্মোচিত হল দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি। মূর্তিটি নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেছেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায়। তাঁর এমএলএ ভাতা থেকে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা খরচে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে। ছিলেন নকুলচন্দ্র মাহাত, আইসি, বিডিও, জেলা পরিষদ সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান-সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বিশিষ্টরা। এডিএম এবং বিধায়ক দু'জনে ফিতে কেটে মূর্তিটির উন্মোচন করেন।

বৃহস্পতিবার দিঘার সমুদ্রে তলিয়ে মৃত্যু হল ওড়িশার বালেশ্বরের বাসিন্দা নারায়ণ সাউয়ের (৪২)। জোয়ারের সময় গার্ডওয়ালে বসে ছিলেন। আচমকা জলের তোড়ে তলিয়ে যান নারায়ণ ও শঙ্কর হাজরা। চিকিৎসাধীন শঙ্কর

দিঘার জগন্নাথধামে প্রথমবারের জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে

১০০৮ নাড়ু, বাংলার বিখ্যাত মিষ্টি দিয়ে ভোগ

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

ভক্তি, আনন্দ এবং ঈশ্বরপ্রেমের আবহে এই প্রথম দিঘার জগন্নাথধামে হতে চলেছে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান। আর তাতে থাকছে বাড়তি আকর্ষণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে এলাহী আয়োজন হচ্ছে জগন্নাথধামে। মাঝরাত পর্যন্ত চলবে ভক্তিমূলক কার্যক্রম। জন্মাষ্টমীর দিন রাত ১২টায় শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সময় আচমকা নিভে যাবে গোটা জগন্নাথধামের সমস্ত আলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফের রংবাহারি আলোয় সেজে উঠবে জগন্নাথধাম। আর তা চাক্ষুষ করতে পারবেন ভক্তেরাও। প্রথম বছর জন্মাষ্টমীতে মদনমোহনের অভিষেক অনুষ্ঠানেও অংশ নিতে পারবেন তাঁরা। জন্মদিনে মদনমোহনের অভিষেকের জন্য ইতিমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে ১০৮ তীর্থক্ষেত্রের জল। সেই জল ঢেলে ভগবানের অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকছে ভক্তদের। সেজন্য মন্দিরের ফোন নম্বরে আগে নাম

লেখাতে পারবেন তাঁরা। জন্মাষ্টমীতে সারাদিন ভক্তিমূলক কার্যক্রমে মুখরিত হবে গোটা জগন্নাথধাম।

ইতিমধ্যে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে জগন্নাথধামে। ইসকনের সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় নাড়ু তৈরির কাজ শুরু করেছেন। মন্দির সূত্রে খবর, জন্মাষ্টমীর দিন মাঝরাতে মদনমোহন জিউকে অর্পণ করা হবে ১০০৮টি নারকেল নাড়ু। সঙ্গে থাকবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ধরনের বিখ্যাত মিষ্টি। পুজোপাঠের পর সেই সব নাড়ু ও মিষ্টি ভক্তদের মধ্যে বিলি করা হবে। জন্মাষ্টমীর দিন সকাল থেকেই শুরু হবে যাবতীয় আচারবিধি। দিনভর চলবে মঙ্গলারতি এবং কীর্তন। অন্য দিন রাত ৯টায় মন্দিরের দরজা বন্ধ হলেও জন্মাষ্টমীর বিশেষ পুজোর জন্য রাত্ বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকবে মন্দিরের দরজা।

জগন্নাথধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমন দাস বলেন, সেদিন ভগবানকে ১০০৮টি নাড়ু অর্পণ করা হবে। দিনভর চলবে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রথম বছর দিঘা জগন্নাথধামে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে প্রচুর ভিড়ের ধারণা করে নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে বলে জানান পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। বিশেষ করে উইকএন্ডের ছুটির মধ্যেই এবার জন্মাষ্টমী পড়ায় বাড়তি ভিড় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি

নবাগতর হাতে তৃণমূলের পতাকা দান।

সংবাদদাতা, তমলুক : পঞ্চায়েত ভোটের মাত্র দু'বছরের মধ্যে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতিতে বড়সড় ভাঙন। দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন তমলুকে শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সংগীতা আদক মাইতি। বৃহস্পতিবার বিকেলে তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক তথা সভাধিপতি উত্তম বারিক, বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, তাপসী মণ্ডল, সুকুমার দে, প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতির্ময় কর-সহ অন্যরা। উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তমলুক সাংগঠনিক জেলার মোট তিনটি পঞ্চায়েত সমিতি নন্দীগ্রাম ১, নন্দীগ্রাম ২ ও শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে বিজেপি। ইতিমধ্যে নন্দীগ্রাম ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি সভাপতি পদত্যাগ করেছেন। বিজেপিতে থেকে মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করতে না পারায় বৃহস্পতিবার তৃণমূলে যোগ দেন শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সংগীতা আদক মাইতি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে সংগীতা বলেন, বিজেপি আমাকে চেয়ার দিয়েছে, কিন্তু সম্মান নয়। বিজেপির একাংশের বাধার কারণে মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিলাম না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মহিলাদের কাজের সুযোগ দেন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে, সম্মানের সঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করতে তৃণমূলে এলাম। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় বলেন, নেত্রী যেভাবে উন্নয়ন করে চলেছেন তাতে তৃণমূলের বিকল্প নেই।

কন্যাশ্রী দিবসে মুখ্যমন্ত্রী পুরস্কৃত করায় খুশি ঝাড়গ্রাম

অনুষ্ঠানে খগেন্দ্রনাথ মাহাত, চিন্ময়ী মারাণ্ডি, কালীপদ সরেন, সুনীল আগরওয়াল প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: কন্যাশ্রী দিবসে রাজ্য স্তরের পুরস্কার পেল ঝাড়গ্রাম জেলা। জেলা প্রশাসনের অধীনে বিভিন্ন ব্লক প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কন্যাশ্রীর প্রচার, বিপুল সংখ্যক ছাত্রীকে নথিভুক্তকরণ এবং সঠিক সময়ে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেওয়ার মতো সূচকের ভিত্তিতেই এই সম্মান মিলেছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমানে জেলায় প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য স্তরের কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ঝাড়গ্রামে জেলাশাসকের কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে স্থানীয়ভাবে কন্যাশ্রী দিবসের সূচনা হয়। ছিলেন জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডী, জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল, বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাত, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) গোবিন্দ দত্ত, মহকুমা শাসক শুভ্রজিৎ গুপ্ত, সাংসদ কালীপদ সরেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জয়দীপ হোতা-সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

স্বাধীনতা দিবসে নাশকতা এড়াতে বাড়তি নজর প্রশাসনের

সংবাদদাতা, দিঘা : আজ, শুক্রবার স্বাধীনতা দিবস। তার প্রাক্কালে নাশকতার ছক এড়াতে সৈকতশহরে পুলিশের বাড়তি নজরদারি জারি ছিল। আজ সমুদ্রপথে থাকবে এফআইবি এবং জেড স্কি টহল। এছাড়াও বাংলা-ওড়িশা সীমান্তে চলবে নাকা তল্লাশি। হোটেলগুলিতেও চলবে বিশেষ নজরদারি। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা দিবস এবং উইকএন্ডের টানা তিনদিনের ছুটিতে ভিড় জমতে শুরু করেছে দিঘায়। ইতিমধ্যে ৮০% হোটেল বুকিং সম্পন্ন। টানা তিন দিনের ছুটিতে পর্যটকদের ব্যাপক ঢল নামার আশায় হোটেল ব্যবসায়ীরা। এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণে হোটেল বুকিং হয়েছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এমনিতেই দিঘায় জগন্নাথধাম

উদ্বোধনের পর থেকেই পর্যটকদের জোয়ার লেগেছে। সেই জায়গায় তিন দিনের টানা ছুটি হাতছাড়া করতে চান না কেউ। তাই আগে থেকেই অনেকেই হোটেল বুকিং সেরে নিয়েছেন। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, এখনও পর্যন্ত ৮০ শতাংশ হোটেল সম্পূর্ণ বুকিং হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকেই পর্যটকদের আসা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি শংকরপুর, তাজপুর, মন্দারমণিতেও অগ্রিম বুকিং হয়ে গিয়েছে একাধিক হোটেলের। মন্দারমণি হোটেল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি দেবরাজ দাস বলেন, স্বাধীনতা দিবসের তিনদিনের ছুটিতে ভালই হোটেল বুক হয়েছে। আশা করা যায় কোনও হোটেল ফাঁকা থাকবে না। এদিকে পহেলগাঁওয়ের কথা মাথায় রেখে স্বাধীনতা দিবসে নাশকতার ছক এড়াতে পুলিশের তরফও বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশের ডিএসপি (ডিঅ্যান্ডটি) আবু নুর হোসেন বলেন, স্বাধীনতা দিবসের দিন সমুদ্রপথে এফআইবি এবং জেড স্কি টহল চলবে। সীমান্ত এলাকায় নাকা তল্লাশি চালানো হবে।

নয়ানজুলিতে বাস-ট্রাক

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ল বাস ও ট্রাক। চণ্ডীপুর-নন্দীগ্রাম রাজ্য সড়কের এড়াশাল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১২টা নাগাদ চণ্ডীপুর থেকে রেষারেষি করে নন্দীগ্রামের দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবোঝাই বাস এবং ডাক বিভাগের একটি ট্রাক। এই সময় এড়াশাল বাসন্তী মন্দিরের কাছে পিছন থেকে যাত্রীবাহী বাসটি ট্রাকটিকে ওভারটেক করতে গেলে সামনে যাত্রী তুলতে দাঁড়িয়ে পড়ে একটি টোটো। মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই বাস ও ট্রাক দুটিই। বাসের ছয় যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হন। তাঁদের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। চণ্ডীপুরের ওসি অরুণ পতি বলেন, ঘটনার খবর পেয়েই যাত্রীদের উদ্ধার করেছি। দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে।

মন্দিরে চুরি

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : জন্মাষ্টমীর ঠিক আগে দুঃসাহসিক চুরি হল দুর্গাপুরের ধান্ডাবাগ এলাকার হরি মন্দিরে। সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী রাতারাতি উধাও। বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরের দরজা খুলতেই সেবাইতের চোখে পড়ে তালা ভাঙা, আসবাবপত্র এলোমেলো, ক্যাশ বাক্স ফাঁকা। চুরি গেছে সোনা, রুপোর অলংকার আর নগদ টাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন প্রাক্তন পুরপিতা সুশীল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বুধবার গভীর রাতে চুরি হয়েছে। পুলিশকে জানিয়েছি। দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে।

এটিএম লুঠ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ফের শিলিগুড়িতে এটিএম লুঠ। এবার ঘটনাস্থল খড়িবাড়ি। লোহার রড দিয়ে এটিএম ভেঙে লুঠের ছক। বৃহস্পতিবার ভোররাত ২টার পর এটিএম ঢুকে লোহার রড দিয়ে ভেঙে টাকা লুঠের ছক কষার আগেই পুলিশ খবর পেলে ঘটনাস্থলে থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরে ঘটনায় ৪ জন দুষ্কৃতীর দল ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনাস্থলে সিআই নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি থানার ওসি ও পুলিশ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, এর আগে শিলিগুড়ির পরপর সোনার দোকান ও এটিএম লুঠের ঘটনায় বিহার, হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার হয়েছে মূল পান্ডারা।

রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারীর তরফে ৩৫ দুঃস্থ পরিবারের হাতে ত্রিপল ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হল বৃহস্পতিবার।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
15 August, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

যানজট রুখতে উদ্যোগ, পুজোর আগেই বাকি থাকা টোটোতে নম্বর

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পুজোর আগেই শহরের টোটো নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য পরিবহণ দফতরের। পুজোর আগেই নম্বরবিহীন টোটোগুলিকে নম্বর প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এবার খানিকটা স্বস্তি পেলেন টোটোচালকরা। বুধবার শিলিগুড়িতে সরকারি বৈঠকের মাঝেই টোটোচালকদের নিয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানালেন পরিবহণমন্ত্রী। সম্প্রতি টোটো নিয়ে যানজটের নানান অভিযোগ জমা পড়লেও মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতা সেরেই রাজ্য পরিবহণ দফতরের তরফে পুজোর আগেই রাজ্য জুড়ে যে সমস্ত অনিবন্ধিত টোটো রয়েছে সেই সমস্ত টোটোগুলিকে বৈধ স্বীকৃতি দিতে চলেছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। খেটে খাওয়া মানুষদের কোনওভাবেই অসুবিধায় ফেলতে নারাজ রাজ্য সরকার। মানবিক খাতিরে রাজ্যের আওতায় আনা হচ্ছে টোটো পরিষেবাকে। এদিন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, একজন মানুষ তিন থেকে চারটি টোটো কিনে তা ভাড়া খাটাতেই পারেন, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না রাজ্য। তবে টোটোগুলিকে বিশেষ কিউআর কোড দিয়ে তাদের বৈধ কাগজপত্র ও পরিচয়পত্র জমা দিয়ে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি নিতে হবে, সেক্ষেত্রে টোটোচালকেরা তাদের নির্দিষ্ট রুট অনুযায়ী চলাচল করতে পারবে। এই সমস্ত বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন নজরদারি চালাবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। পুজোর আগেই টোটোগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি সাধারণ টোটোচালকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ির যানজট রুখতে আগেই উদ্যোগ নিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। শহরে নেওয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। পুজোর আগে যেন শহরে কোনওরকম যানজট না থাকে সে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিল পরিবহণ দফতর। টোটো নিয়েই মূলত যানজটের সমস্যা। পুজোর সময় যেন কোনওভাবেই শহরবাসীকে সমস্যার মুখে পড়তে না হয় তা নিয়ে পরিবহণ দফতরের তরফ থেকে নেওয়া হল বিশেষ ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়ে দিলেন, পুজোর আগেই বাকি থাকা টোটোগুলিতে দিয়ে দেওয়া হবে নম্বর টোটোচালকদের মেনে চলতে হবে পরিবহণ দফতরের নির্দেশিকাও বলে জানান তিনি।

■ শিলিগুড়িতে বৈঠকে স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পাপিয়া ঘোষ প্রমুখ।

হাইকোর্টে গেল রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্যে সাড়ে তিন বছর ধরে বন্ধ থাকা ১০০ দিনের কাজ চালু করতে গত জুন মাসে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সময়ও বেঁধে দিয়েছিল আদালত। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, যে কোনও শর্তে আগামী ১ অগাস্ট থেকে এই প্রকল্প চালু করতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, নির্ধারিত সময় পেরোলেও এ পর্যন্ত প্রাপ্য বকেয়া পাননি বঞ্চিত দিন মজুররা। এ নিয়ে ১০০ দিনের প্রকল্পের বকেয়া টাকা চেয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানাল রাজ্য। এনিয়ে হাই কোর্টের বিচারাধীন পুরনো মামলায় নতুন করে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা চেয়ে হাই কোর্টে আবেদন জানিয়েছে রাজ্য। গত ২০২২ সালের মার্চ থেকে বকেয়া রয়েছে একশো দিনের কাজের টাকা। রাজ্যের প্রাপ্য টাকা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দিক আদালত। কেন্দ্রের কাছে ৪৫৬৩ কোটি টাকা বকেয়া দাবি রাজ্য সরকারের।

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তির

(প্রথম পাতার পর) বাদ পড়া ভোটারদের তালিকা দেখাতে হবে। বৃহস্পতিবার এসআইআর মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। এই পদক্ষেপটি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম ছিল কিন্তু বর্তমান খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এমন প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের তালিকা প্রতিটি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কর্মকর্তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। এই তথ্যগুলো বুথভিত্তিক সাজানো থাকবে এবং ভোটারের এপিক নম্বর দিয়ে তা অনুসন্ধান করা যাবে। কমিশনের পক্ষে উপস্থিত থাকা আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী আদালতকে জানান যে, বাদ পড়া ভোটারের এই তালিকাটি রাজনৈতিক দলগুলোর বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) কাছে ইতিমধ্যেই সরবরাহ করা হয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশের পর এই তালিকা এখন অনলাইনেও আপলোড করা হবে, যেখানে ভোটাররা তাদের ইলেক্টোরাল ফটো আইডেন্টিটি কার্ড নম্বর দিয়ে তাঁদের তথ্য খুঁজে নিতে আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, প্রতিটি বুথ লেভেল অফিসার তাঁদের নিজ নিজ পঞ্চায়েত ভবন বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে অবস্থিত নোটিশ বোর্ডেও এই তালিকা প্রদর্শন করবেন, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই তা দেখতে পারেন। এই প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিহারে সর্বাধিক প্রচারিত স্থানীয় এবং ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোতে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি, দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওতে এই খবর প্রচার করতে বলা হয়েছে। কোনও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যাকাউন্ট থাকে, তবে সেখানেও তালিকা প্রদর্শন করতে হবে।

সোজা না গেলেই চলবে গুলি

(প্রথম পাতার পর) প্রায় মাস দুয়েক জেলে কাটানোর পর আমিরকে ফ্লাইটে করে কলকাতায় এনে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হল। বিএসএফের ক্যাম্পে শুরু হল নতুন করে অত্যাচার। আমিরের ভাষায়, সারা দিন কার্যত খাবার-দাবারই দিত না। তার সঙ্গে চলত দিনভর খাটুনি। নিজেদের ইচ্ছেমতো কথা কাগজে লিখিয়ে নিয়ে টিপসই দিতে বাধ্য করত বিএসএফ। আর তার সঙ্গে তোলা হয়েছিল অসংখ্য ছবি। এরপর হঠাৎ এক রাতে নিয়ে আসা হল বনগাঁ সীমান্তে। খুলে দেওয়া হল সীমান্তের গেট। ছুটতে বলা হল। ডাইনে-বাঁয়ে নয়, পিছনে তাকানো নয়। নির্দেশের অন্যথা হলেই চলবে গুলি। বাংলার বাসিন্দাকে ঘাড় ধরে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাংলাদেশে।

যথারীতি বাংলাদেশে গিয়ে গ্রেফতার। দিন সাতেক পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমির একেবারে রাস্তায় এসে পড়লেন। খাওয়া-দাওয়া নেই। কোনও পরিচিত মানুষ নেই। সাহায্যের কেউ নেই। দোকানের বেঞ্চে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েন আমির। এইসময় বাংলাদেশেরই একজন ব্লগার তাঁর ভিডিও তৈরি করে সমাজমাধ্যমে ছেড়ে দেন। চোখে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামের। যোগাযোগ করেন পরিবারের সঙ্গে।

এরপর আর এক লড়াই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। আইনি জটিলতা পেরিয়ে তাঁকে আনা হল কলকাতা হাইকোর্টে। মামলার পর মুক্তি পেলেন বৃহস্পতিবার। বসিরহাট থানায় আবার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমিরের। এতদিন পর পরিজনদের পেয়ে আমির খুশি। বললেন, এমন অত্যাচার যেন অন্য কাউকে সইতে না হয়। আমিরের কাছে এখনও বিস্ময়, বিএসএফের অত্যাচার এবং তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি। সব তথ্য ছিল তবুও কেন এরকম ঘটনা ঘটল? জবাব তো দিতেই হবে কেন্দ্রকে, বিজেপিকে।

তথ্য আছে তাই ব্যবস্থা

(প্রথম পাতার পর) করেছে। কারণ, ১. পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই তেমন কোনও তথ্যপ্রমাণ রয়েছে যে তিনি স্পেনে বসে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে হামলায় উসকানি-প্ররোচনা দিয়েছেন। ঠিক কাজ করেছে পুলিশ।

২. যদি অসুবিধা হয়, কোর্টে গিয়ে বলবেন। অভিযুক্তের বাবা বলেছেন, আমি নিয়ে যেতাম।

কুণালের প্রশ্ন, যেদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপর বিশ্রীভাবে হামলা হয়েছিল, ওমপ্রকাশ মিশ্রকে কুৎসিতভাবে মারা হল, রাতেও হামলা করা হল, সেদিন তো এইসব কথা শোনা যায়নি। তখন পৈশাচিক বাহুবল দেখানো হচ্ছিল। এখন পুলিশ যদি তদন্তে পায়, বাইরে বসে হামলায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। যদি পুলিশের কাছে সেই তথ্য থাকে তবে পুলিশ বেশ করেছে গ্রেফতার করেছে। যদি মনে হয় এটা ঠিক নয় তাহলে আদালতে ফয়সালা হবে।

অনুরাগকে তথ্য পাঠালেন অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)
গ্রামীণ এলাকার ভোট নিয়ে ন্যূনতম ‘হোমওয়ার্ক’ ছাড়াই ডায়মন্ড হারবারের ভোটারদের নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে ক্রমাগত মিথ্যাচার। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে তথ্য তুলে অনুরাগের সেই অপপ্রচার ফাঁস করলেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, পরাজয়ের আক্রোশ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে গিয়ে হোমওয়ার্ক ঠিকমতো করেননি অনুরাগ। গ্রামের ভোট নিয়ে, পরিকাঠামো সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও নেই। গ্রাম-বাংলায় বাড়ির নম্বর বলে সেভাবে আলাদা কিছু হয় না। অনুরাগ ডায়মন্ড হারবারের যে বুথ নম্বরে ভুয়ো ভোটারের দাবি করছেন, সেখানে বছরের পর বছর ধরে মানুষ থাকেন, ভোট দেন। এখন হঠাৎ করে তাঁরা ভুয়ো হয়ে গেলেন!

সাংবাদিকদের সামনে ডায়মন্ড হারবারের সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটারদের বক্তব্য তুলে ধরে একটি ভিডিও দেখানো হয়। সেখানে হঠাৎ করে পুরনো ভোটারদের বৈধতা বাতিলে মানুষের আতঙ্ক ধরা পড়েছে। তথ্য তুলে কুণাল জানিয়েছেন, ডায়মন্ড হারবারের ২৬৫ নং বুথে ৪৭ জন ভোটার ছিল। এখন সেখানে ৪১ জন ভোটার রয়েছে। কেন ৬ জন ভোটার কম, সেই তথ্য বিস্তারিতভাবে ইতিমধ্যেই অনুরাগের কাছে পাঠিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ জনের মধ্যে ১ জন মৃত, ১ জন ওড়িশায় থাকেন, ১ জন কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন, ৩ জন বিয়ে হওয়ায় অন্যত্র থাকেন। এর মধ্যে ভুয়ো বা কারচুপির অবকাশ কোথায়? অনুরাগ বলছেন, ডায়মন্ড হারবারে নাকি ৪ বছরে ১৫ শতাংশ ভোটার বেড়েছে। মিথ্যা কথা! আসলে ডায়মন্ড হারবার (১৪৩) বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট বেড়েছে ৪.৭০ শতাংশ। আর ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ৪.০৯ শতাংশ। অনুরাগ ঠাকুর এইসব ভিত্তিহীন কথাগুলো বলছেন কোন মুখে? ভোটে যখন হেরেছিলেন, তখন রি-পোল দাবি করেননি কেন? এদের সঙ্গে তৃণমূলস্তরের রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। গ্রামবাংলা কিংবা অন্যান্য রাজ্যেও গ্রামের দিকে রাস্তার নাম বা বাড়ির নম্বর বলে আলাদা কিছু হয় না। একটি বাড়ির ঠিকানা ধরেই সব ভোটার থাকেন। চ্যালেঞ্জ করছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্য পাঠিয়েছেন, সেই তথ্য দেখে এখানে এসে মানুষগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের বলুন যে আপনারা ভুয়ো। দেখি কত দম আছে!

একই সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির ঈর্ষার কারণ তুলে ধরে কুণাল বলেন, পহেলগাঁও হামলার পর কেন্দ্রের যত প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশে গিয়েছে, সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বেস্ট পারফর্মার! ভারতের সম্মান, মনোভাব বিশ্বের দরবারে সবচেয়ে ভালভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। সংসদের বাইরে-ভিতরে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাংসদ হিসেবে সারা বছর ডায়মন্ড হারবারের মানুষের পাশে থাকেন। লকডাউনেও ডায়মন্ড হারবারের প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে, চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে পাশে ছিলেন।

■ তৃণমূল ভবনে সংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

সব মিলিয়ে দু'জনের মাথার দাম ছিল মোট ৩৫ লক্ষ টাকা। ছত্তিশগড়ে যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল সেই দুই কুখ্যাত মাওবাদীর। বুধবার বস্তারের গভীর জঙ্গলে জওয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় মাওবাদীদের

পথকুকুর নিয়ে স্থগিত রায়দান

দিল্লির দুই পুরসভাকে তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন: দিল্লি-এনসিআরের পথকুকুর মামলার রায়দান আপাতত রিজার্ভ বা স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার নতুন বেঞ্চে শুনানি হয় এই মামলার। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ ক্ষোভ উগরে দেন দিল্লির পুরপ্রশাসনের বিরুদ্ধে। তীব্র ভর্ৎসনা করে রাজধানীর পুর কর্তৃপক্ষকে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আইনসভা আইন তৈরি করে। তা কার্যকর করার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের। কিন্তু তাদের যে কাজ করার কথা, তা করা হচ্ছে না। এই দায়িত্ব নিতে হবে তাদেরই।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে এদিন সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল। ১১ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, পরিস্থিতি খুবই গুরুতর এবং উদ্বেগজনক। বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। দিল্লি সরকারের আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার সওয়াল, কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক হয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। পথকুকুরদের নিয়ে সমস্যার সমাধান জরুরি। তবে তিনি জানিয়ে দেন, কেউই পশুদের বিরুদ্ধে নয়। লক্ষণীয়, গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লি এবং ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিওনকে অবিলম্বে পথকুকুর মুক্ত করতে হবে। পথকুকুরদের সরিয়ে ফেলতে হবে নিরাপদ আশ্রয়ে। এরজন্য ৮ সপ্তাহ সময় বেঁধে দেয় শীর্ষ আদালত। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, কেউ বা কোনও সংস্থা বা সংগঠন এই কাজে বাধা দিলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই নির্দেশকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনার

■ প্রতিবাদীদের মোমবাতি মিছিল দিল্লিতে।

ঝড় ওঠে দেশজুড়ে। পশু অধিকার আন্দোলনের কর্মী মানেকা গান্ধী থেকে শুরু করে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, অভিনেত্রী সাংসদ শতাব্দী রায় থেকে শুরু করে মুম্বইয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই রায় নিয়ে প্রকাশ করেন গভীর উদ্বেগ। তথ্যের দাবি, দিল্লি এনসিআরের সব পথকুকুরকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে হলে প্রতিদিন মোট খরচের অঙ্ক দাঁড়াবে ১১ কোটি টাকা। তাছাড়া মাত্র ৮ সপ্তাহের মধ্যে কীভাবে এত কুকুরের সুষ্ঠু পুনর্বাসিন সম্ভব? প্রশ্ন ওঠে তা নিয়েও। ইতিমধ্যে মঙ্গলবার দিল্লির মেয়র প্রাণী অধিকার সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে জানিয়ে দেন, তৈরি করা হবে একটি যৌথ কমিটি। প্রথম দফায় ধরা হবে শুধুমাত্র আক্রমণত্মক কুকুরগুলিকেই। আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থা দেখে আসতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

লক্ষণীয়, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই আশ্বস্ত করেছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন তিনি। এই বিতর্কের আবহেই পথকুকুর সংক্রান্ত মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন আগের বেঞ্চের বিচারপতিরা। নতুনভাবে গঠন করা হয় ৩ সদস্যের নতুন বেঞ্চ। এদিন রায়দান স্থগিত রাখল নতুন বেঞ্চ।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচলের সিমলা

হড়পা বানে জম্মু-কাশ্মীরে হত অন্তত ৩৮, জখম প্রায় ২০০

প্রতিবেদন: হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে আবার মেঘভাঙা বৃষ্টি আর হড়পা বানের তাণ্ডব। উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর পর এবার জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলা। প্রাণ হারালেন অন্তত ৩৮ জন। জখম অন্তত ২০০। নিখোঁজের সংখ্যা কত তা এখনই বলা যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে নেমে আসে এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। বার্ষিক মাচাইল যাত্রায় মা চণ্ডীর মন্দিরে যাওয়ার পথে ঘটে যায় এই বিপর্যয়। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে প্রশাসনের আশঙ্কা। মৃতদের মধ্যে একজন সিআইএসএফের জওয়ান আছেন বলে জানা গিয়েছে। এই দুর্ঘটনার জেরে বাতিল করা হয়েছে মাচাইল যাত্রা। এদিকে মেঘভাঙা বৃষ্টি আর হড়পা বানে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশও। সিমলায় জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে সেতু। দু'টি জাতীয় সড়ক-সহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে অন্তত ৩০০টি রাস্তা।

জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ারে মন্দিরে পৌঁছনোর আগে চসিটি গ্রামেই আছড়ে পড়ে মেঘভাঙা। এই গ্রাম পর্যন্তই গাড়ি চলে। বাকি রাস্তা হেঁটেই যেতে হয়। ঘটনার পর মন্দিরে বার্ষিক যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, তীর্থযাত্রীদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষ হড়পা বানের থেকে দূরে থাকার জন্য চিৎকার করে সতর্ক করছেন। জম্মু ও

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, দুর্যোগ কবলিত এলাকা থেকে সঠিক তথ্য পেতে দেরি হচ্ছে, তবে জোরদার করা হচ্ছে উদ্ধার অভিযান। এনডিআরএফ-এর ১৮০ জন সদস্যের একটি দল অত্যাধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে উধমপুর থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণের জন্য ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা। কিশতওয়ারের ডেপুটি কমিশনার পঙ্কজকুমার শর্মা এবং পুলিশ সুপার নরেশ সিং উদ্ধার অভিযান তদারকির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। এনডিআরএফ-এর দল উধমপুর থেকে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিয়েছে বলেও খবর ।

হড়পা হিমাচলেও

মেঘভাঙা বৃষ্টি আর হড়পা বানে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে হিমাচল প্রদেশেরও বিস্তীর্ণ এলাকা। মেঘভাঙা বৃষ্টি আছড়ে পড়েছে সিমলা, লাহুল-স্পিতিতে। হড়পা বানে ক্ষতি হয়েছে বহু রাস্তা এবং বসতি। টানা বৃষ্টিতে জনজীবন ব্যাহত দিল্লি এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশেরও। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে দিল্লিতে।

আমেদাবাদ দুর্ঘটনা, মার্কিন আদালতে মামলা করবেন নিহতের আত্মীয়রা

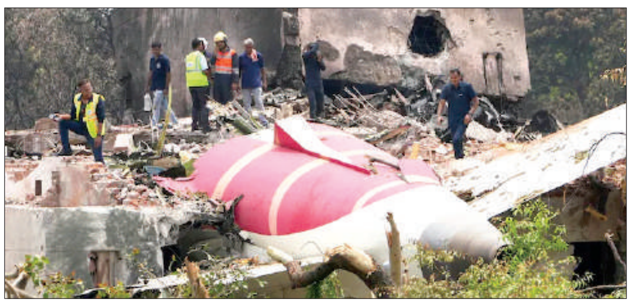

প্রতিবেদন: আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মীয়দের একাংশ এবার সুবিচার চাইতে দ্বারস্থ হতে চলেছেন মার্কিন আদালতের। বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে এই দুর্ঘটনার আসল কারণ সামনে আনতে চান তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, ভারত সরকারের কাছ থেকে তদন্তের ব্যাপারে আদৌ কোনও স্বচ্ছ জবাব মিলছে না। সুকৌশলে এই দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নিহত দুই পাইলটের উপর। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশের দাবি, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ১২ জুন ভেঙে পড়েছিল বোয়িং ৭৮৭ বিমানটি। বোয়িং যেহেতু আমেরিকার কোম্পানি তাই এই দুর্ঘটনার দায় এড়াতে পারে না তারা। লক্ষণীয়, ১২ জুন আমেদাবাদ থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে আমেদাবাদেই ভেঙে পড়েছিল বিমানটি। ওই বিমানে ছিলেন ২৩০ জন যাত্রী ছাড়াও দুই পাইলট-সহ ১২ জন কেবিন ক্রু। একজন যাত্রী ছাড়া প্রাণে বাঁচেননি কেউই। এখানেই শেষ নয়, বিমানবন্দর লাগোয়া মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের ছাদে বিমানটি ভেঙে পড়ায় মৃত্যু হয় আরও ৩০ জনের।

ঘটনার ঠিক একমাসের মাথায় এয়ারক্র্যাফ্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিলেও দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি কিছুই।

মোদিরাজ্যে অনার কিলিং, বাবা ও কাকা মিলে খুন করল তরুণীকে

■ হরিশ ও চন্দ্রিকা।

প্রতিবেদন: লজ্জা! মোদিরাজ্যেই অনার কিলিং। এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করল তাঁর বাবা ও কাকা। ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের বানাসকাঁঠা জেলায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তাঁকে খুন করা হতে পারে এই আশঙ্কা করে প্রেমিককে মেসেজও করেছিলেন ওই তরুণী। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। পরের দিনই নিজের বাড়িতে পাওয়া যায় ১৮ বছরের তরুণী চন্দ্রিকা চৌধুরীর দেহ। প্রথমে এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা হলেও পরে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, এটি আসলে পরিবারের সম্মানরক্ষার্থে খুন। তদন্ত রিপোর্ট বলছে, হরিশ চৌধুরী নামে এক যুবকের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওই তরুণীর। কিন্তু এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি দাঁতিয়া এলাকার তরুণীর পরিবার। বিয়েরও পরিকল্পনা করেছিলেন দু'জনে। কিন্তু বাদ সেধেছিল বাবা ও কাকা। মেসেজে চন্দ্রিকা তাঁর প্রেমিককে শেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন, বাঁচাও, বাড়ির লোকেরা মেরে ফেলবে আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলেন না প্রেমিক। বিয়ে করবেন বলে দু'জনে বাড়ি থেকে পালিয়েও পার পেলেন না। পুলিশ চন্দ্রিকাকে খুঁজে ফিরিয়ে দিয়েছিল বাড়িতে। এই নিয়ে প্রেমিক হরিশ মামলাও করেছিলেন আদালতে। কিন্তু শুনানির আগেই উদ্ধার হল চন্দ্রিকার দেহ। কাউকে কিছু না জানিয়েই গোপনে শেষকৃত্য করা হল চন্দ্রিকার। পুলিশ তাঁর কাকা-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করলেও, ফেরার তরুণী বাবা।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাকিস্তানি সেনায় তৈরি হচ্ছে নতুন বাহিনী। ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আর্মি রকেট ফোর্স তৈরি করছে ইসলামাবাদ। ঘোষণা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের। তিনি জানান, উন্নত প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই বাহিনী পাকসেনার শক্তিবৃদ্ধিতে মাইলফলক হবে

ট্রাম্পের শুল্কনীতির গোপন অঙ্ক ফাঁস করে দিল মার্কিন নথিই?

ব্যক্তিগত লাভের অঙ্কেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করছেন প্রেসিডেন্ট, সমালোচনা আমেরিকাতেই

প্রতিবেদন: ঝোলা থেকে বেড়াল বের করে দিল মার্কিন নথিই। আর তার জেরে এবার নিজের দেশেই নিন্দিত ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলা হচ্ছে, নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষার খাতিরেই বিভিন্ন দেশের উপর অন্যায্য শুল্ক চাপিয়ে বৈদেশিক নীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছেন ট্রাম্প। তাঁর নিজের এবং ঘনিষ্ঠ শিল্পসংস্থাগুলির লাভ নিশ্চিত করতে গিয়ে এমন সব নীতি নিচ্ছেন ট্রাম্প, যার ফলে টালমাটাল হতে পারে মার্কিন অর্থনীতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতিকে এতদিন কেবল বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখা হত। কিন্তু সম্প্রতি ‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’ পত্রিকার হাতে আসা কিছু ফাঁস হওয়া সরকারি নথি সেই ধারণাকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। এই গোপন নথিগুলি থেকে জানা যাচ্ছে, ট্রাম্পের শুল্কনীতির পিছনে ছিল এমন কিছু উচ্চ-গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, যা দেখে হতবাক বিশেষজ্ঞরা। ফাঁস হওয়া সরকারি নথিগুলিতে ‘সম্পূরক আলোচনার উদ্দেশ্য’ শিরোনামে বেশ কিছু পৃষ্ঠা রয়েছে। এর মধ্যে দেখা গেছে, ট্রাম্প প্রশাসন শুল্ককে একটি চাপ প্রয়োগের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এর মূল লক্ষ্য বিভিন্ন দেশকে বাধ্য করা যাতে তারা মার্কিন কোম্পানি, যেমন তেল জায়ান্ট শেভরন বা ইলন মাস্কের স্টারলিংককে, বিশেষ ছাড় বা সুবিধা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়ের প্রাক্তন কূটনীতিক ওয়েন্ডি কাটলার, যিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে আলোচকের ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি ‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’কে

বলেছেন, কোনও বাণিজ্য চুক্তিতে এই ধরনের শর্ত আমি আগে কখনও দেখিনি। আলোচনার টেবিলে সাধারণত এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলা হয় না। স্বার্থের সংঘাত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে এমন নথিগুলিতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ট্রাম্প প্রশাসন আফ্রিকার দেশ লেসোথোকে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, দেশটিকে চাপ দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থা ‘ওয়ান পাওয়ার’কে একটি পাঁচ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করানো, যাতে তারা সেখানে একটি বিদ্যুৎ গ্রিড উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিতে পারে। ট্রাম্পের শুল্কনীতির অন্যান্য গোপন উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে : চিনের সীমান্তবর্তী দেশগুলিকে আমেরিকার সাথে আরও শক্তিশালী সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাপ দেওয়া। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বিদেশি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে চাপ দেওয়া— যা এখন একটি বহুল পরিচিত বিষয়। স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মচারী জানিয়েছেন, এই নথিগুলি প্রকাশ্যে আসার পর গোটা প্রশাসনের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, সাধারণত এই পদ্ধতিতে কাজ হয় না। ট্রাম্পের শুল্কনীতির পেছনে থাকা গোপন উদ্দেশ্যগুলির একটি বড় অংশ ছিল চিন ও বিশ্বজুড়ে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলা করা। ফাঁস হওয়া নথি অনুযায়ী, শুল্কের চাপ ব্যবহার করে কম্বোডিয়াকে তাদের রিম নৌঘাঁটির কাছে চিনা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি নিষিদ্ধ করতে বলা হয়েছিল। আরেকটি নথিতে দেখা যায়, ইজরায়েলকে চাপ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা হাইফা বন্দর শহরে চিনের মালিকানাধীন বন্দরকে সরিয়ে নেয়। এই নথিগুলি প্রমাণ করে যে, ট্রাম্পের শুল্কনীতি কেবল অর্থনৈতিক হাতিয়ার ছিল না, বরং এটি ছিল একটি বহুমাত্রিক কৌশল, যার মাধ্যমে তিনি ভূ-রাজনৈতিক, সামরিক এবং কর্পোরেট স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তান নিয়ে যে চাঞ্চল্যকর পর্দাফাঁস হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ব্যবসার অন্যতম শরিক পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির। পাকিস্তানে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা থেকে লাভ করার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন মুনিরকে। আর এই নির্লজ্জ স্বার্থের সংঘাতের নমুনা দেখা যাচ্ছে অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী ট্রাম্পের মধ্যস্থতার ‘অসত্য’ দাবিতে, যা খারিজ করেছে ভারত এবং যা সমর্থন করে ট্রাম্পকে শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সুপারিশ করেছে পাকিস্তান!

নিমিশাকে নিয়ে আপাতত ভয়ের কিছু নেই, সুপ্রিম কোর্টে এবার জানাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন: ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কেরলের নার্স নিমিশা প্রিয়াকে নিয়ে এখনই আশঙ্কার কিছু নেই বলে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। যে সংগঠন নিমিশাকে আইনি সহয়তা দিচ্ছে, তাদের আইনজীবী আদালতে জানান, মৃত্যুদণ্ড রদ করতে আলোচনা এখনও চলছে। এই মুহূর্তে ভয়ের বিষয় নেই। তাই আগামী চার সপ্তাহের জন্য মামলা স্থগিত রাখার আর্জি জানান আইনজীবী। তিনি ইঙ্গিত দেন যে এর মধ্যে বিষয়টির ফয়সালা হবে বলে তাঁরা আশাবাদী। আইনজীবীর এই বক্তব্যের পর আট সপ্তাহের জন্য মামলাটি পিছিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ড

এর আগে গত ১০ জুলাই কেন্দ্রের তরফে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়েছিল, নিমিশা প্রিয়ার বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। ভারত সরকার একটি পর্যায় পর্যন্ত গিয়েছে, কিন্তু এর বেশি কিছু করার নেই। কারণ ইয়েমেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই ভারতের। কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরমানি তখন এও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আর কিছু করার নেই। কারণ ইয়েমেনকে কূটনৈতিকভাবে ভারত স্বীকৃতি দেয়নি। সরকারি স্তরে তাই আর কিছু করা সম্ভব নয় বলেও শীর্ষ আদালতকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে এর কয়েকদিন পরেই নিমিশার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখা হয়। পরে ১৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানায়, নিমিশাকে ফেরানোর চেষ্টা করছে সরকার। সরকারি ভাবে যা করা সম্ভব, তা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, নিমিশার মৃত্যুদণ্ড ঠেকাতে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের আর্জিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে ‘সেভ নিমিশা প্রিয়া অ্যাকশন কাউন্সিল’ নামে একটি সংগঠন। এই সংগঠন নিমিশাকে আইনি সহায়তা দিচ্ছে। পাশাপাশি কেরলের একটি ধর্মীয় সংগঠনের শীর্ষনেতার তরফেও ইয়েমেনের ধর্মগুরু ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে খবর। গত ১৬ জুলাই ইয়েমেনে নিমিশার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। তবে তা পিছিয়ে যায়। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত নিমিশার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানায়নি ইয়েমেন প্রশাসন। যদিও ইয়েমেনের যে ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে নিমিশাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তার ভাই নিমিশার মৃত্যুদণ্ড অবিলম্বে কার্যকর করার বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করছে।

ভারত-বিরোধী বাগাড়ম্বর বন্ধ করুন

মুনিরের হুমকির কড়া জবাব বিদেশ মন্ত্রকের

প্রতিবেদন: পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান আসিম মুনিরের সাম্প্রতিক হুমকির কড়া জবাব দিয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার ভারত ইসলামাবাদকে তার অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য ভারত-বিরোধী বাগাড়ম্বর ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, আমরা পাকিস্তান নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ভারত-বিরোধী, যুদ্ধ-উসকানিমূলক এবং বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করছি। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বারবার ভারত-বিরোধী বাগাড়ম্বর তৈরি করা তাদের একটি পরিচিত কৌশল।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র সতর্ক করে বলেন, যে কোনও দুঃসাহসিক কাজের বেদনাদায়ক পরিণতি হবে, যা সম্প্রতি দেখানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রক মে মাসে ঘটে যাওয়া সামরিক সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছে, যখন পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায় ভারত। পাকিস্তান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করলে ভারত তার কঠোর জবাব দিয়েছিল। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক তাদের সেনাপ্রধান মুনিরের বক্তব্যকে সমর্থন করার পরেই ভারতের পক্ষ থেকে এই প্রতিক্রিয়া আসে। মুনির তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সফরের সময় বলেছিলেন, যদি ভারতকে অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি হতে হয়, তবে ইসলামাবাদ বিশ্বের অর্ধেককে ধ্বংস করে দেবে। এই মন্তব্যকে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি বলে নিন্দা করেছে ভারত এবং সেইসাথে এটিকে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে অভিহিত করেছে। নয়াদিল্লির উদ্বেগ, এই ধরনের হুমকি এমন একটি সামরিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসছে, যা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করে, যা পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ভারত সমালোচনা করে বলেছে, মুনির একটি বন্ধু রাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই ধরনের মন্তব্য করেন কীভাবে? ভারতের বিদেশ মন্ত্রক প্রতিবেশী দেশের এই হুমকির তীব্র নিন্দা করে পালটা বলেছে, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নির্দিষ্ট সাজার মেয়াদ পূর্ণ করলেই অবিলম্বে মুক্তি

প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে দেশের সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে, জেলে কোনও আসামি সাজার নির্ধারিত মেয়াদের পরেও বন্দি আছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে। শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, যদি কোনও আসামি তার সাজার মেয়াদ সম্পূর্ণ করে থাকে, তবে তাকে আর কোনও ধরনের ক্ষমার আদেশের জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

রাজ্যগুলিকে বলল সুপ্রিম কোর্ট

এই আদেশটি ২০০২ সালের আলোচিত নীতীশ কাটারা হত্যা মামলার আসামি সুখদেব যাদবের একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে। সুখদেব যাদবের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২০১৬ সালের অক্টোবরে শীর্ষ আদালত ২০ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদের সাজায় রূপান্তরিত করে, যেখানে কোনও ক্ষমা মঞ্জুর করার সুযোগ ছিল না। তার সাজার মেয়াদ ৯ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়ার পরেও দিল্লির সরকার তার ক্ষমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। এরপর তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালত প্রথমে ২৬ জুন তাকে সাময়িক ছুটি দেয় এবং ২৯ জুলাই তাকে মুক্তির নির্দেশ দেন। বিচারপতি বিভি নাগরত্না এবং কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ সুখদেব যাদবকে মুক্তি দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছে, ২০ বছরের সাজা সম্পূর্ণ হওয়ার পর ক্ষমার জন্য আবেদন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ এই ২০ বছরের সময়কালে তিনি কোনো ক্ষমার সুযোগ পাননি। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আসামিকে ক্ষমার জন্য আবেদন করারও প্রয়োজন নেই, কারণ তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ২০ বছরের সাজায় পরিবর্তন করা হয়েছে, সেখানে আলাদা করে ক্ষমার কোনো সুযোগ নেই। সব রাজ্যকেই এই নিয়ম মানার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুক্তি পেল সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা ফ্রাঞ্চাইজির ছবি 'বাগী ৪'-এর টিজার। এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত, টাইগার শ্রফ, সোনম বাজওয়া, হারনাজ সান্ধু প্রমুখ। ছবির পরিচালক এ হর্ষা

চর্চায় দুই বাংলা ছবি

বহুচর্চিত দুই ছবি একদিকে দেবের 'ধূমকেতু' এবং অন্যদিকে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের 'রক্তবীজ ২'। গতকাল মুক্তি পেল 'ধূমকেতু' এবং প্রথম ঝলক প্রকাশ হল 'রক্তবীজ ২'-এর। দুটো নিয়েই দর্শকদের উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। লিখেছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

'ধূমকেতু'-ঝড় শুরু

দু'দিন আগেই বাংলা ছবিকে প্রাইমটাইমে বাধ্যতামূলক করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর তারপরের দিন মুক্তির আগেই নতুন রেকর্ড গড়ল পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি 'ধূমকেতু'। বাংলা ছবি টেক্কা দিল বলিউডি ছবিকে। একইসঙ্গে মুক্তি পেয়েছে দেব-শুভশ্রীর 'ধূমকেতু' আর ঋত্বিক রোশন, জুনিয়র এন টি আরের 'ওয়ার ২' কিন্তু গোটা বাংলা সেই 'ধূমকেতু'-জ্বরেই ভুগল। ধূমকেতুর টিকিটের চাহিদা এতটাই ছিল যে শো টাইম বাড়াতে হয়েছে হল মালিকদের। মুক্তির দিন সকাল ৭টার শোতেও প্রথমবার কোনও বাংলা ছবি ছিল হাউসফুল। রামচন্দ্রের বনবাসের চেয়ে কিছু কম ছিল না 'ধূমকেতু'র বনবাস। পাক্কা দশ বছর অপেক্ষা। এমন অপেক্ষায় কেউ থেকেছেন কখনও। এই আবেগের ধারপাশে কেউ নেই। এ যেন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠা।

'ধূমকেতু'র সবচেয়ে বড় সাফল্য ছবিটা দেখতে বসলেই বুঝবেন দশ বছর পরেও এই ছবি কতটা সমসাময়িক। গল্পের নায়ক ভানু সিংহ যার ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্নের আড়ালে জিইয়ে রাখা জলন্ত প্রতিশোধের আগুন, শান্ত সর্বহারা চোখের আকুতি, প্রতিমুহূর্তে হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা, ফিরতে না পারার সেই সংকট, ভালবেসেও বঞ্চিত থেকে যাবার অপারগতা দর্শকের চোখে জল আনবেই। ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ মোহনগঞ্জে হঠাৎ খুন হয় ভানুর ভাই রবি সিংহ। কর্মহীন শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়ানোর খেসারত দিতে হয় রবিকে। রাতারাতি গা ঢাকা দিতে হয় ভানুকেও। সে আর ফেরে না। বাবা, মা সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী রূপাকে ছেড়ে হারিয়ে যায় ভানু। চারবছর পরে ফিরে আসে এক অন্য ভানু। বৃদ্ধ ইন্দ্রনাথ খাসনবীশের ছদ্মবেশে। খালি হাতে আসেনি সে। যে ভানুকে সবাই মৃত বলে জানে হঠাৎ কেন ফিরল সে? কী তার উদ্দেশ্য? এর পরেরটুকু তোলা থাক 'ধূমকেতু' দেখতে বসেই না হয় হবে সেই রহস্যের উদ্ঘাটন। এই ছবিটা পুরোপুরি দেব-এর। শুরু থেকে শেষ দেবকেই দেখবেন দর্শক। অসাধারণ প্রস্থেটিক মেকাপে ইন্দ্রনাথ খাসনবীশকে মনে থেকে যাবে সবার আর মনে থেকে যাবে তাঁর অভিনয়। দশবছর আগের শুভশ্রী যেন সদ্য ফোটা ফুল। নিষ্পাপ অভিনয়। দেব-শুভশ্রীর অনস্ক্রিন রসায়নে মজবেই জেনারেশন ওয়াই, জেড। বাদ বাকিরা প্রত্যেকেই অসাধারণ। আর ছবির গানগুলো শুনলে হৃদয় যেন আবেগতাড়িত ওঠে! অরিজিৎ-শ্রেয়ার 'গানে গানে যদি' অনুপম রায়ের সুরে গাওয়া মনে রেশ রেখে যায়।

পুজোয় ফিরছে 'রক্তবীজ ২'

আবির চট্টোপাধ্যায় ও মিমি চক্রবর্তী

'ধূমকেতু'র মুক্তির দিনেই ঘোষণা হল মুনির আলম আর অফিসার পঙ্কজ সিনহার দ্বৈরথের। মুক্তি পেল নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রক্তবীজ ২'-এর প্রথম ঝলক। 'রক্তবীজ' সিরিজ মানেই পুজোর গন্ধ আর ঢাকের বাদ্যি। এবারেও তাই কারণ আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পুজোর ঠিক দুদিন আগে হল-এ মুক্তি পাচ্ছে 'রক্তবীজ ২'। সেই রথের দিন থেকেই প্রচার চলছিল। যত দিন গড়িয়েছে সাসপেন্স তত বেড়েছে। অবশেষে আজ কলকাতার এক নামী পাঁচতারা হোটেলে লঞ্চ হল 'রক্তবীজ ২'-এর টিজার। জমজমাটি টিজারে ভারত-বাংলাদেশের মতো সংবেদনশীল ইস্যু, উগ্র সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। পুরোদস্তুর অ্যাকশন থ্রিলার ছবি। এইদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আবির, মিমি, অঙ্কুশ-সহ গোটা 'রক্তবীজ' টিম। সিক্যুইল প্রসঙ্গে পরিচালক নন্দিতা রায় বললেন, 'একটা ছবির সিক্যুয়েল করা খুব কঠিন হয় কারণ মানুষের এক্সপেক্টেশন বেশি থাকে। যিনি সিক্যুয়েল লেখেন তাঁর কাছে আরও

'রক্তবীজ ২' টিজার লঞ্চে পরিচালক-সহ কলাকুশলীরা।

চ্যালেঞ্জিং হয় বিষয়টা। প্রতিবার চেষ্টা করে যাই নতুন ভাবনা তুলে ধরার আর প্রতিবারই দর্শক আমাদের অফুরন্ত ভালবাসা দেয়। এবারেও আশা করি তার ব্যতিক্রম হবে না।' 'রক্তবীজ' এবং 'রক্তবীজ ২'-এর দুটো গল্পই চিত্রনাট্যকার জিনিয়া সেন-এর লেখা। ছবির চিফ অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর অরিত্র মুখোপাধ্যায়। হাজির ছিল 'রক্তবীজ ২'-এর মিউজিক টিমও। 'রক্তবীজ'-এ মুনির আলমকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে দিয়েছিলেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার পঙ্কজ সিনহা। কিন্তু সত্যি পেরেছিলেন কি? সে তো রক্তবীজ। কী হবে এবার? সেটা জানতে আর কিছুদিনের অপেক্ষা।

—ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

মাঠে ময়দানে
15 August, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হারের ভয়ে এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ম্যাচ চান না প্রাক্তন পাক তারকা বাসিত আলি

দায়িত্ব পেয়েই চমক দেখিয়েছে গিল : যুবি

দুবাই, ১৪ অগাস্ট : শুভমন গিলকে আরও একবার প্রশংসায় ভরালেন মেন্টর যুবরাজ সিং। প্রাক্তন ভারতীয় তারকা কোনও রাখঢাক না করেই জানিয়েছেন, ইংল্যান্ড সফরে শুভমন যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।

শুভমনের নেতৃত্বে পিছিয়ে পড়েও সিরিজ ২-২ ড্র করেছে দেশে ফিরেছে ভারত। ব্যাট হাতেও শুভমন ছিলেন দুর্দান্ত সফল। চারটি সেঞ্চুরি-সহ মোট ৭৫৪ রান করেছেন। সিরিজের সেরা ক্রিকেটারের সম্মানও পেয়েছেন। আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যুবরাজ বলেছেন, এই সিরিজের আগে বিদেশের মাঠে শুভমনের রেকর্ড নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু ছেলেটা প্রথমবার নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পেলেই চার-চারটে সেঞ্চুরি করল! এটা অবিশ্বাস্য। কী অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করল শুভমন। আমি ওদের জন্য গর্বিত। সিরিজ ড্র হলেও, আমি একে ভারতের জয় হিসাবেই দেখছি। কারণ এবার একটা তরুণ দল ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল। যারা কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রমাণ করেছে।

ওভালে আয়োজিত সিরিজের শেষ টেস্টে মহানাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারত। যুবরাজ অবশ্য সিরিজের সেরা মুহূর্ত হিসাবে বেছেছেন ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের ড্রকে। তাঁর বক্তব্য, ম্যাঞ্চেস্টারের ড্র আমার কাছে সেরা মুহূর্ত।

কারণ ওই টেস্টে হারলেই সিরিজ হাতছাড়া হত। আমি কখনও দেখিনি, রবীন্দ্র জাদেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর সেঞ্চুরি করে টেস্ট বাঁচাচ্ছে। ওদের লড়াকু ইনিংসই অনেক কিছু বলে দিচ্ছে। জাদেজা অনেক দিন ধরে খেলছে। তবে ওয়াশিংটনের মতো তরুণ ক্রিকেটার সুযোগ যেভাবে কাজে লাগিয়েছে, তা অনবদ্য। যুবরাজের সংযোজন, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ছাড়া ইংল্যান্ডে গিয়ে সিরিজ ড্র করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এই দলটা কিন্তু সেই কঠিন কাজটাই করে দেখিয়েছে। আমি ওদের জন্য গর্বিত।

পিৎজা তৈরি করলেন পন্থ

লন্ডন : পায়ের চোটে আপাতত ২২ গজের বাইরে তিনি। ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে অন্তত ছ'সপ্তাহ সময় লাগবে। আর এই সময়টা ঋষভ পন্থ কাজে লাগাচ্ছেন রান্না করে! সোশ্যাল মিডিয়াতে পন্থ একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে লন্ডনের একটি রেস্তোরাঁর শেফের ভূমিকায় তিনি পিৎজা বানাচ্ছেন। ভিডিওতে পন্থ বলেছেন, আমি আজ রাঁধুনি। কীভাবে পিৎজা বানাতে হয়, সেটা সবাইকে আজ শেখাবো। আমি একটি নিরামিষ পিৎজা বানাচ্ছি। কারণ আমি নিরামিষ ভালবাসি। বন্ধুরা এখানে খুব গরম। আর ভাঙা পা নিয়ে আমি শুধু পিৎজা বানাতে পারি। পিৎজা তৈরি। এবার শুধু খাওয়ার অপেক্ষা।

স্টোকসের আচরণ তাতিয়ে দিয়েছিল

হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে ওয়াশিংটন

ম্যাঞ্চেস্টারে সেঞ্চুরির পর ওয়াশিংটন।

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : সদ্যসমাপ্ত ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের শেষ দিনে ওয়াশিংটন এবং রবীন্দ্র জাদেজা যখন সেঞ্চুরির কাছাকাছি, তখন ড্র হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন দুই ভারতীয় ব্যাটার। সেঞ্চুরি পূর্ণও করেন শেষ পর্যন্ত।

উইজডেন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়াশিংটন বলেছেন, যে কোনও খেলাতেই এমন ঘটনা ঘটে। শুধু ক্রিকেট নয় অন্য খেলাতেও এই জিনিস হতে দেখেছি। এটাই খেলাধুলোর বৈশিষ্ট্য। তবে সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের জন্য এটা নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। তবে ইংল্যান্ড অধিনায়কের এই আচরণ যে তাঁদের তাতিয়ে দিয়েছিল, সেটা গোপন করেননি ভারতীয় অলরাউন্ডার।

ওয়াশিংটনের বক্তব্য, একশো শতাংশ তেতে গিয়েছিলাম। টেস্ট ক্রিকেট সব সময় আপনাকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। আপনি যখন লাল বলের ক্রিকেট খেলতে নামবেন, তখন এমনটাই আশা করবেন। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, সেটা পার করে সফল হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। মানসিক দৃঢ়তা না থাকলে সেটা সম্ভব নয়। যারা এটাকে সামলে সফল হয়েছে, তারাই দীর্ঘদিন এবং ধারাবাহিকভাবে টেস্ট খেলেছে।

ওভাল টেস্টের রুদ্ধশ্বাস জয় নিয়েও মুখ খুলেছেন ওয়াশিংটন। তিনি বলেন, ওভালের প্রত্যেকটি সেশনে অসাধারণ ক্রিকেট হয়েছে। বিশেষ করে শেষ দিনের ওই চল্লিশ মিনিট তো প্রচণ্ড উত্তেজক ছিল। একটা সময় ইংল্যান্ডের টার্গেট কমে সাত রানে দাঁড়িয়েছিল। ওই সময় খুব টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম। কী হবে, বুঝতে পারছিলাম না। একটা বল ম্যাচের রং বদলে দিতে পারত।

দুরন্ত সিনার

সিনসিনাটি : টানা দ্বিতীয়বার সিনসিনাটি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছেন জানিক সিনার। বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা স্ট্রেট সেটে জিতে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সিনার ৬-৪, ৭-৬ (৭/৪) সেটে হারিয়েছেন ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী আদ্রিয়ান মান্নারিনোকে। এবার শেষ আটে তাঁর প্রতিপক্ষ কানাডার ফেলিক্স অ্যাগার আলিয়াসিমে। তবে এমন দিনেও সিনারের জন্য খারাপ খবর! কয়েক কোটি টাকা খোয়াতে চলেছেন তিনি। কারণ সিনার এবছর এটিপির নিয়ম মেনে নূন্যতম চারটি মাস্টার্স ১০০০ টুর্নামেন্ট খেলেননি।

চারে গুকেশ

সেন্ট লুইস : সেন্ট লুইস র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজ দাবায় র‍্যা পিড পর্বের খেলা শেষ হওয়ার পর চার নম্বরে উঠে এলেন ডি গুকেশ। এই টুর্নামেন্টে এখনও ব্লিৎজ পর্বের রাউন্ডগুলি বাকি রয়েছে। বৃহস্পতিবার আমেরিকার লিনিয়ার ডমিনিগুয়েজের কাছে হারের পর, তিনি হারিয়েছেন দুই মার্কিন দাবাড়ু ওয়েসেলি সো এবং ফাবিয়ানো কারুয়ানাকে।

টটেনহ্যামকে হারিয়ে সুপার কাপ পিএসজির

উদিনে, ১৪ অগাস্ট : টানটান উত্তেজনার মধ্যে টটেনহ্যাম হটস্পারকে টাইব্রেকারে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। অথচ ইতালির উদিনে শহরের ব্লু এনার্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ৮৪ মিনিট পর্যন্ত ০-২ গোলে পিছিয়ে ছিল পিএসজি! কিন্তু ৮৫ ও ৯৪ মিনিটে দু'টি গোলেই শোধ করে দেয় ফরাসি ক্লাব। ফলে ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। সেখানে ৪-৩ গোলে বাজিমাত করে পিএসজি।

উয়েফা সুপার কাপ নিয়ে পিএসজি ফুটবলারদের উৎসব।

নতুন কোচ টমাস ফ্রাঙ্কের অধীনে এটাই ছিল টটেনহ্যামের প্রথম কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। ৩৯ মিনিটে ডিফেন্ডার মিনি ফন ডার ভেনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল টটেনহ্যাম। ৪৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দলের নতুন অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। দু'গোলের ক্ষেত্রেই দায় এড়াতে পারেন না পিএসজি গোলকিপার লুকাস শেভালিয়ের।

স্টেডিয়ামে উপস্থিত টটেনহ্যাম সমর্থকরা যখন প্রিয় দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নে বিভোর, তখনই নাটকীয় প্রত্যাবর্তন পিএসজির। ৮৫ মিনিটে দূরপাল্লার শটে ১-২ করেন কোরিয়ান মিডফিল্ডার লি কাং ইন। এরপর সংযুক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে পর্তুগিজ স্ট্রাইকার গনসালো রামোসের গোলে ২-২ করে দেয় পিএসজি। পেনাল্টি শুটআউটে পিএসজির ভিতিনহা মিস করলেও, গোল করেন রামোস, উসমান ডেম্বেলে, লি কাং ও নুনো মেন্দেজ। অন্যদিকে, টটেনহ্যামের হয়ে ডমিনিক সোলাঙ্কে, রডরিগো বেনতাঙ্কুর ও পেদ্রো গোল করলেও, মিস করেন মিকি এবং ম্যাথিজ টেল।

স্বপ্নের একটা মরশুম কাটাল পিএসজি। তারা এবছর জিতেছে ফরাসি লিগ, ফরাসি কাপ, ফরাসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং উয়েফা সুপার কাপ। ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে না হারলে, ছ'টি ট্রফি জিতত পিএসজি। এদিন ফাইনালে আগে গাজা এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে চলা গণহত্যার প্রতিবাদ জানায় উয়েফা।

জোতার পরিবারের পাশে এবার চেলসি

লন্ডন, ১৪ অগাস্ট : আগামী শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৫-২৬ মরশুমের প্রিমিয়ার লিগ। আর তার আগেই গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত লিভারপুল তারকা দিয়েগো জোতাকে সম্মান জানানোর অভিনব উদ্যোগ নিল প্রিমিয়ার লিগের আরেক ক্লাব চেলসি। ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে পাওয়া প্রাইজ মানির একটা অংশ জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভার পরিবারকে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে লন্ডনের ক্লাবটি।

প্রসঙ্গত, স্পেনে ওই ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় জোতার সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন তাঁর ভাই আন্দ্রেও। ক্লাব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মোট ৮৭ মিলিয়ন পাউন্ড প্রাইজ মানি পেয়েছিল চেলসি। তার থেকে দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দেওয়া হয়েছে ১১.৪ মিলিয়ন পাউন্ড করে। এবার চেলসি ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং ফুটবলাররা সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই অর্থের একটা নির্দিষ্ট অংশ তুলে দেওয়া হবে জোতা ও আন্দ্রের পরিবারকে। প্রিমিয়ার লিগে চেলসির প্রথম ম্যাচ রবিবার। সেদিনই এই বিষয়টি সম্পন্ন হবে বলে খবর। চেলসির এই উদ্যোগ সবার মন জয় করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

15 August, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৫ অগাস্ট ২০২৫
শুক্রবার

বুচি বাবু আমন্ত্রণী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন পৃথ্বী শ

নেতা পুরান

ত্রিনিদাদ : আসন্ন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ত্রিনিবাগো নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন নিকোলাস পুরান। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সাল থেকে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ত্রিনিবাগোকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কায়রন পোলার্ড। এবার তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পেলেন পুরান। এক বিবৃতিতে পুরান বলেছেন, ত্রিনিদাদ নাইট রাইডার্সকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। এটা আমার কাছে বিরাট বড় প্রাপ্তি। দলের স্বার্থে নিজের সেরাটাই দেব। আমাদের দলে পোলার্ড, সুনীল নারিন, আন্দ্রে রাসেলের মতো ক্রিকেটাররা রয়েছে। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ভাল ফল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রয়াত পার্থ

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের মধ্যেই আকস্মিক প্রয়াণ পাঠচক্রের কোচ পার্থ সেনের। তাঁর কোচিংয়ে দুরন্ত ছন্দে ছিল পাঠচক্র। বৃহস্পতিবার সকালে অনুশীলনে আসার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তখনই বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় পার্থ সেনের। বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৫ বছর। কলকাতা লিগে ৭ ম্যাচে পাঁচটিতে জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-তে আপাতত চতুর্থ স্থানে পাঠচক্র। সুপার সিক্সে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু এদিন কোচের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে ময়দানে শোকের ছায়া। ১২ অগাস্ট শেষ ম্যাচে ডাগ আউটে বসেছিলেন পার্থ। জুনিয়রদের নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করতেন। প্রচারের আড়ালে থাকতেন। ইউনাইটেড স্পোর্টসের ইউথ ডেভেলপমেন্ট টিমের দায়িত্বেও ছিলেন।

তোপে শামি

নয়াদিল্লি : মহম্মদ শামিকে ফের তোপ দাগলেন হাসিন জাহান। ভারতীয় পেসারের বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রীর দাবি, মেয়ে আইরার জীবন নিয়ে শামি ছিনিমিনি খেলছেন। স্কুলের পোশাক পরা মেয়ের ছবি পোস্ট করে হাসিন লিখেছেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আইরা খুব ভাল একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। শত্রুরা চেষ্টা করেছিল, যাতে এটা না হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে আমার মেয়ে খুব ভাল একটা আন্তর্জাতিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। হাসিন আরও লিখেছেন, মেয়ের বাবা অনেক চেষ্টা করেছিল, এটা যাতে না হয়। ও বান্ধবীদের সন্তানদের ভাল স্কুলে পড়াচ্ছে। বান্ধবীদের বিমানের ভাড়া গুনছে। কিন্তু মেয়ের পড়াশোনার জন্য খরচ করছিল না। তবে দেশে আইন আছে।

অনলাইনে টিকিট শেষ, ডার্বির উত্তাপ বাড়ছে

মোলিনার অঙ্কে দিমিত্রি, ধোঁয়াশা রাখছেন অস্কার

প্রতিবেদন : ডার্বি ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে অনলাইনে টিকিট বুকিং শুরু হয়। কিন্তু টিকিট বিক্রির অপশন খোলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই 'সোল্ড আউট' দেখানো হয়। হতাশ হয়ে পড়েন দুই প্রধানের সমর্থকরা। টিকিট বণ্টন নিয়ে দুই প্রধানে মৃদু অসন্তোষ থাকলেও প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে চাননি। ইস্টবেঙ্গলের এক কর্তা অবশ্য বললেন, আমরা ক্রীড়ামন্ত্রীর মিটিংয়ে পাঁচ হাজার কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের সংখ্যা একটু বাড়ানোর অনুরোধ করেছিলাম। আগের ম্যাচগুলোর মতো ডার্বিতেও একই রাখা হয়েছে।

রবিবাসরীয় ডার্বির উত্তাপ টের পাচ্ছেন দুই প্রধানের কোচ, ফুটবলাররাও। মেগা ম্যাচের আগে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল দু'দলই রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে রণকৌশল তৈরিতে ব্যস্ত। মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনার অঙ্কে রয়েছেন ডার্বির হিরো দিমিত্রি পেত্রাতোস। গত কয়েক বছরে একাধিক ডার্বি জিতিয়েছেন বাগান জনতার আদরের 'দিমি'। বড় ম্যাচে মোলিনার অঙ্কে রয়েছেন অস্ট্রেলীয় তারকা। তবে প্রথম একাদশে দিমিত্রির থাকা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, দুই বিদেশি সেন্টার ব্যাক টম অলড্রেড ও আলবার্তো রডরিগেজ সম্পূর্ণ ফিট। দু'জনই পুরোদমে বৃহস্পতিবার অনুশীলন করেছেন। মোলিনা অবশ্য বিভিন্ন কম্বিনেশন পরখ করে নিচ্ছেন। কখনও টম ও দীপেন্দু বিশ্বাসকে খেলাচ্ছেন স্টপারে। আবার কখনও আলবার্তো ও টমকে একসঙ্গে রেখে, অথবা আলবার্তোর

বাগানের প্রস্তুতিতে আপুইয়া। পাশে লাল-হলুদের দিমি।

পাশে দীপেন্দুকে খেলাচ্ছেন। মনবীর সিং, কিয়ান নাসিরির ডার্বিতে খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই বিকল্প হতে পারেন পাসাং দোরজি তামাং। আক্রমণে ভরসা রাখছেন জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্সের উপর। দিমিত্রিকে সেক্ষেত্রে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন মোহনবাগান কোচ।

ইস্টবেঙ্গল কোচ অবশ্য তাঁর দল নিয়ে ধোঁয়াশা রাখছেন। দলে কোনও চোট সমস্যা নেই। শেষ দুই ম্যাচে গোল পাওয়া হামিদ আহদাদই শুরু করতে পারেন ডার্বিতে। মাঝমাঠে তিন বিদেশি রশিদ, মিগুয়েল ও সাউল ক্রেসপোই হয়তো শুরু করবেন। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ডিফেন্স নিয়ে শুরু করতে পারেন অস্কার।

ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি

ইউএস ওপেনে খেলবেন ভেনাস

নিউ ইয়র্ক, ১৪ অগাস্ট : ৪৫ বছর বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসরে র‍্যাকেট হাতে দেখা যাবে ভেনাস উইলিয়ামসকে। ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে আসন্ন ইউএস ওপেনের সিঙ্গলস এবং ডাবলস দু'টি বিভাগেই অংশ নেবেন সেরেনা উইলিয়ামসের দিদি। ইউএস ওপেনের ইতিহাসে সবথেকে বেশি বয়সে সিঙ্গলস খেলার রেকর্ড রয়েছে রিনি রিচার্ডসের। তিনি ১৯৮১ সালে ৪৭ বছর বয়সে এই নজির গড়েছিলেন। তাঁর পর ভেনাসই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে বয়স্কতম খেলোয়াড় হতে চলেছেন। ডাবলসে ভেনাস জুটি বাঁধবেন রিলি ওপেলকার সঙ্গে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ইউএস ওপেন ছিল ভেনাসের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট। গত বছর অবসর নিলেও, সিদ্ধান্ত বদলে ফের কোর্টে ফিরেছেন মার্কিন টেনিস তারকা। গত মাসে ওয়াশিংটন ডিসি ওপেনে খেলেছিলেন তিনি। সম্প্রতি ইতালীয় অভিনেতা আন্দ্রেয়া পেতির সঙ্গে বাগদান সেরে সংবাদের শিরোনামে এসেছিলেন। বর্ণময় কেরিয়ারে সাত-সাতটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন ভেনাস। এর মধ্যে রয়েছে দু'টি ইউএস ওপেন খেতাব। গ্র্যান্ড স্ল্যাম ডাবলস খেতাব জিতেছেন ১৪টি। দু'টি মিক্সড ডাবলস খেতাবও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

নির্বাসিত দেবব্রত

প্রতিবেদন : আর্থিক লেনদেনে কারচুপির অভিযোগে শো-কজের পর এবার সাসপেন্ড করা হল সিএবি-র যুগ্মসচিব দেবব্রত দাসকে। বৃহস্পতিবার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দেবব্রত অতিরিক্ত সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি অ্যাপেক্স কাউন্সিল। এদিন সিএবি-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ছ'মাসের মধ্যে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তদন্ত শেষ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে সংস্থার কোনও কার্যকলাপ বা পদে থাকতে পারবেন না দেবব্রত। আগামী ২৩ অগাস্ট, অ্যাপেক্স কাউন্সিলের পরবর্তী বৈঠকে এই নিয়ে ফের আলোচনা হবে। গত ৬ অগাস্ট অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকেই দেবব্রতকে শো-কজ করা হয়েছিল। এবার সাসপেন্ড করা হল। এদিকে ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ায় আকাশ দীপ ও অভিমন্যু ঈশ্বরণকে ৩০ অগাস্ট সিএবি-র অনুষ্ঠানে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হবে।

ছিটকে গেলেন ক্লেটন

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবার এফসি ডুরান্ড কাপের নক আউট পর্বে পাচ্ছে না ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরাকে। মোহনবাগান ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে গুরুতর চোট পেয়ে প্রায় ২-৩ মাসের জন্য ছিটকে গিয়েছেন ক্লেটন। চোট রয়েছে সাঙ্গারও। কোয়ার্টার ফাইনালে কার্ড সমস্যায় নেই দুই ডিফেন্ডার মেলরয় ও নরেশও। ফলে সমস্যায় কিবু ভিকুনার দল।

পট ৩-এ রয়েছে মোহনবাগান

ড্রয়ে রোনাল্ডোর থাকা নিয়ে জল্পনা

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর গুরুত্বপূর্ণ ড্র আজ, শুক্রবার। এফসি গোয়া ছাড়া বাকি পনেরোটি ক্লাবের প্রতিনিধিরাই হাজির কুয়ালালামপুরের পাঁচতারা হোটেলে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরের প্রতিনিধিও রয়েছেন। সূত্রের খবর, স্বয়ং রোনাল্ডো ড্রয়ে উপস্থিত থাকতে পারেন। তবে নিরাপত্তার কারণে এএফসি-র তরফে ক্লাবগুলোকেও জানানো হয়নি, রোনাল্ডোই প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন কি না। তবে সিআর সেভেনের থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ তিনি এখন রয়েছেন হংকংয়ে।

হংকংয়ে রোনাল্ডো।

রোনাল্ডোর আল নাসের ড্রয়ে রয়েছে পট ওয়ানে। মোহনবাগান রয়েছে পট ৩-এ। গোয়া রয়েছে পট ৪-এ। শুক্রবার সকাল থেকে জোড়া সেমিনার ও ম্যাচ পরিচালনার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার পর বিশাল এক হলে হবে মেগা লটারি শো। রোনাল্ডোর ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগানের একই গ্রুপে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পর্তুগিজ মহাতারকার এসিএলে অ্যাওয়ে ম্যাচে খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলেই শোনা যাচ্ছে। তবে মোহনবাগান সমর্থকরা আশায়, সম্ভাব্য রোনাল্ডো বনাম মোহনবাগান নিয়ে।

মোহনবাগানের প্রতিনিধির কাছে আল নাসেরের দুই কর্তা খোঁজখবর নিচ্ছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট নিয়ে। মোহনবাগান কীভাবে ধারাবাহিকভাবে দেশের সেরা লিগে পারফরম্যান্স করছে, তা আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের প্রতিনিধির কাছে জানতে চান রোনাল্ডোর ক্লাবের কর্তারা।

লিগে টানা দ্বিতীয় জয় মহামেডানের

প্রতিবেদন : ব্যর্থতা ঢেকে কলকাতা লিগে টানা দ্বিতীয় জয় মহামেডান স্পোর্টিংয়ের। ডুরান্ড কাপে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচ ধরলে জয়ের হ্যাটট্রিক সাদা-কালো ব্রিগেডের। আগের ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে হারিয়ে লিগে প্রথম জয় পেয়েছিল মহামেডান। বৃহস্পতিবার বারাকপুর স্টেডিয়ামে শ্রীভূমিকে হারাতে অবশ্য বেশ বেগ পেতে হল। শেষ পর্যন্ত মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল জিতল ৩-১ গোলে। পরপর দুই ম্যাচ জিতে ৯ নম্বরে উঠে সুপার সিক্সের আশা বাঁচিয়ে রাখল মহামেডান। ৮ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট তাদের।

লালথানকিমাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

বারাকপুরে শুরু থেকে তুল্যমূল্য লড়াই হলেও ১৮ মিনিটে শিবা মাণ্ডির গোলে এগিয়ে যায় মহামেডান। তবে শিবা, সজল বাগদের উচ্ছ্বাস স্থায়ী হয়নি। পরের মিনিটেই ম্যাচে সমতা ফেরায় শ্রীভূমি। গোল করেন অরিত্র ঘোষ। এরপর দুই দলই ট্যাকটিক্যাল ফুটবল খেলায় বিরতির আগে আর গোল হয়নি। তার মধ্যেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল দু'দল। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি কেউ।

দ্বিতীয়ার্ধে ৭৮ মিনিটে পরিবর্ত লালথানকিমার গোলে এগিয়ে যায় মহামেডান। ম্যাচ যখন ড্র হবে বলে মনে হচ্ছিল ঠিক তখনই সংযুক্ত সময়ে (৯২ মিনিট) আদিসন সিংয়ের গোলে জয় নিশ্চিত করে মেহরাজের দল। ম্যাচের সেরা লালথানকিমা।

লিগের অন্য ম্যাচে এদিন কল্যাণীতে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে থাকা ইউনাইটেড কলকাতাকে ২-১ গোলে হারাল ভবানীপুর ক্লাব। ২-১ গোলে জিতেছে তারা। আরও একটি ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে ২-০ হারায় ইউনাইটেড স্পোর্টস।

মাঠে ময়দানে
15 August, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অসাধারণ ক্রীড়াব্যক্তিত্ব, ভেজ পেজের প্রয়াণে শোকবিহ্বল সানিয়া মির্জা

পিতৃহারা লিয়েন্ডার, নেই ভেস পেজ

প্রতিবেদন : পিতৃহারা হলেন লিয়েন্ডার পেজ। প্রয়াত কিংবদন্তি হকি তারকা তথা বিখ্যাত ক্রীড়া চিকিৎসক ভেস পেজ। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভোরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

ভেজ পেজের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী শোকবার্তায় লিখেছেন, ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম কিংবদন্তি ভেস পেজের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। খেলাধুলোয় তাঁর অবদান অপরিসীম, যা চিরকাল মানুষ মনে রাখবেন। আমি লিয়েন্ডার পেজ-সহ তাঁর সকল পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও অসংখ্য অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ভেস পেজ। তার আগের বছর বার্সেলোনায় আয়োজিত হকি বিশ্বকাপেও দেশের জার্সিতে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। বাবার মৃত্যুর সময় পাশেই ছিলেন কিংবদন্তি টেনিস তারকা লিয়েন্ডার। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ভেস পেজ। তাই বাড়িতেই বাবার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন লিয়েন্ডার। কিন্তু বুধবার থেকে হঠাৎ করেই ভেস পেজের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। চিকিৎসকেরা হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। তবে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, শেষরক্ষা হয়নি। বৃহস্পতিবার ভোর তিনটে নাগাদ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভেস পেজ।

খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছে যান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শোকস্তব্ধ লিয়েন্ডারকে সান্ত্বনা জানানোর পাশাপাশি যাবতীয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ক্রীড়ামন্ত্রী নিজের শোকবার্তায় লিখেছেন, ভেস পেজের মৃত্যু ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অপূরণীয় ক্ষতি। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীর শোকাহত। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করছি। ভেস পেজের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

১৯৪৫ সালে গোয়ায় জন্ম ভেস পেজের। একাধিক খেলায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। পাশাপাশি পড়াশোনাতেও ছিলেন তুখোড়। ভারতীয় হকি দলের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার ছিলেন। এছাড়াও টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল এবং রাগবি খেলতেন দক্ষতার সঙ্গে। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ভারতের রাগবি ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন ভেস পেজ।

স্পোর্টস মেডিসিনের খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট দল, ভারতীয় ডেভিস কাপ দল-সহ দেশের একাধিক প্রথমসারির ক্রীড়া সংস্থার ফিজিও এবং চিকিৎসক হিসাবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং বিসিসিআইয়ের সঙ্গেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ভেস পেজের স্ত্রী তথা লিয়েন্ডারের মা জেনিফার পেজও ছিলেন খ্যাতনামা খেলোয়াড়। ভারতীয় মহিলা বাস্কেটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন।

ছেলে লিয়েন্ডারের টেনিস জীবনেও বড় ভূমিকা ছিল ভেস পেজের। যা লিয়েন্ডার বহুবার উল্লেখ করেছেন। লিয়েন্ডারের টেনিস আসা বাবাকে দেখেই। এদিন তাই আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে পড়েছিলেন লিয়েন্ডার। কেঁদেও ফেলেন অলিম্পিক পদকজয়ী টেনিস তারকা। সেই সময় তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায় ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। ভেজ পেজের মতো ক্রীড়াব্যক্তিত্বের মৃত্যু ভারতীয় ক্রীড়াজগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর প্রয়াণে শোকবিহ্বল গোটা ক্রীড়ামহল। লিয়েন্ডারের দুই বোনই প্রবাসী। একজন থাকেন আমেরিকায়। আরেকজন ম্যাঞ্চেস্টারে। তাঁরা সম্ভবত শনিবার কলকাতায় পৌঁছবেন। এর পরেই হবে ভেস পেজের শেষকৃত্য।

শোকবিহ্বল লিয়েন্ডারকে সান্ত্বনা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের।

মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা

ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম কিংবদন্তি ভেস পেজের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। খেলাধুলোয় তাঁর অবদান অপরিসীম, যা চিরকাল মানুষ মনে রাখবেন। আমি লিয়েন্ডার পেজ-সহ তাঁর সকল পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও অসংখ্য অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইয়ের সঙ্গে ৬০ বছরের জুটি ভাঙল

গুরবক্স সিং

এমন বিষণ্ণ সকাল আমার জীবনে খুব কমই এসেছে। ভেস পেজকে হারিয়ে আমি সত্যিই বাকরুদ্ধ। ও ছিল আমার ভাইয়ের মতো। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। আমি ওর থেকে প্রায় দশ বছরের বড়। কিন্তু দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক ছাপিয়ে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। লিয়েন্ডার সকালে বাবার মৃত্যুর খবরটা দেওয়ার পর খুব কষ্ট হয়। চোখের সামনে সব কিছু ভেসে উঠছিল। প্রথম আলাপ, একসঙ্গে খেলা এবং ক্রমশ দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব। সম্পর্কটা আমাদের দীর্ঘ ৬০ বছরের। লম্বা জুটি ভেঙে গেল।

দু'মাস আগেই গুরগাঁওয়ের বাড়িতে আসি। কলকাতা ছেড়ে আসার আগে শুধু একবার চোখের দেখা। প্রচণ্ড অসুস্থ ছিল ভেস পেজ। গত সাত-আট মাস ধরেই গুরুতর অসুস্থ ছিল। কথা বলতে পারত না। হাত নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করত। আমার সঙ্গে সেদিনের দেখাই শেষ দেখা হবে, ভাবতে পারিনি। বুধবার ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। জানায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। আজ অনেক কিছু মনে পড়ছে। ভেস যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে, তখন প্রথম আলাপ। সালটা সম্ভবত ১৯৬৬। বাংলার হয়ে খেলেছি, ক্লাবের জার্সিতে কত স্মৃতি। আমরা ১৩ বছর একসঙ্গে মোহনবাগানে খেলেছি। তার মধ্যে ন'বার বেটন কাপ জিতেছি। বাকি চারবার কলকাতা লিগ। আরও পাঁচবার বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে লিগ জিতেছি। ১৯৬৬ সালে প্রথমবার ভেস যখন জাতীয় দলে সুযোগ পেল, তখন আমি অধিনায়ক। ওকে আমি আগলে রাখতাম। এটা দেখে বাকিরা রসিকতা করত। আর ভেস অনুযোগ করে ও বলত, দাদা! আপনি খুব কন্ট্রোল করেন। আসলে ছোট ভাইয়ের মতো ছিল বলে একটু বেশিই ওকে ভালবাসতাম। ভেসের পরিবারের সঙ্গেও আমার গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল। ওর স্ত্রী জেনিফারও একজন বাস্কেটবল খেলোয়াড় ছিল। লিয়েন্ডারকে তো সারা বিশ্ব জানে। বাবার উৎসাহ ও পরামর্শেই ওর টেনিসে আসা। ১৯৭২-এ মিউনিখ অলিম্পিকে সাফল্যের আগে '৬৮ অলিম্পিকেও ওর সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। আরও অন্তত দু'টি অলিম্পিকে খেললে অনেককেই ছাপিয়ে যেতে পারত। শুধু তো হকি নয়, সব খেলায় ওর আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ থেকেই স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা। অবসরের পর স্পোর্টস মেডিসিনের চিকিৎসক হিসেবেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

ধনরাজদের প্রেরণা, পথিকৃৎ ছিলেন ক্রিকেটেও

প্রতিবেদন : দেশের হয়ে ৩৩৯ ম্যাচে ১৭০ গোল রয়েছে তাঁর। ভারতীয় হকির কিংবদন্তি ধনরাজ পিল্লাই শোকস্তব্ধ ভেস পেজের প্রয়াণে। জাগোবাংলাকে জানালেন, ডাঃ পেজের প্রয়াণের খবর শুনে আমি শোকাহত।

ফোনে ধনরাজ বললেন, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এটা বড় ধাক্কা। আমার মনে হয়, সেই সময় জাতীয় দলে আমার সতীর্থরাও উপকৃত হয়েছিলেন ডাঃ পেজের পরামর্শে। আমরা তখন ভাল খেলতে পারছিলাম না। টিমে আমরা অধিকাংশই জুনিয়র। ব্যর্থতা, হতাশা কাটাতে আমাদের যুদ্ধ জয়ের গল্প শুনিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে যেভাবে আমাদের উজ্জীবিত করেছিলেন তা পরবর্তীকালে আমার ব্যক্তিগত জীবনেও কাজে লেগেছিল। স্পোর্টস মেডিসিনে ওঁর অগাধ অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। ডাঃ পেজের মৃত্যুতে ভারতীয় হকিতে গভীর শূন্যতা তৈরি হল। স্পোর্টস মেডিসিনের চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবেও ভারতীয় ক্রীড়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে প্রয়াত অলিম্পিয়ানের। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিশেষ দায়িত্বে থেকে দু'টি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করেছিলেন ডাঃ পেজ। বোর্ডের তৎকালীন সিএও প্রফেসর রত্নাকর শেট্টি শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে বিশাল অবদান রয়েছে ভেস পেজের। তিনি পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন বয়স যাচাইকরণ এবং ডোপ-বিরোধী প্রকল্পের জন্য।

বিসিসিআই-এর কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই সিএবি-সহ বিভিন্ন রাজ্য সংস্থায় গিয়ে ক্রিকেটারদের মধ্যে অ্যান্টি ডোপিং নিয়ে সচেতনতা বাড়িয়েছিলেন। ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের মেডিক্যাল কমিশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন ভেস পেজ। ফিফা এবং এএফসি-র বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি ভারতের সিনিয়র এবং বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলের পারফরম্যান্সের উন্নতিতে স্পোর্টস মেডিসিন প্রোগ্রাম এবং ট্রেনিংয়ে জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ এআইএফএফ-র।

প্রাক্তন বিসিসিআই কর্তা রত্নাকর শেট্টি বলেন, ভারতীয় ক্রিকেটে ডাঃ পেজের বিশাল অবদান। বোর্ডের চিফ মেডিক্যাল অফিসার থাকাকালীন নিজের সেরাটা দিয়েছিলেন। অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। বোর্ড ২০০৯ সালে ওয়াডা কোডের আওতায় আসে। সেই সময় বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে বেসামাল পরিস্থিতি। টিডব্লু-৩ মডেল চালু করে ছবিটা বদলেছিলেন ডাঃ পেজ। সঙ্গে অ্যান্টি ডোপিং প্রোগ্রাম।

শোকবার্তা ক্রীড়ামন্ত্রীর

ভেস পেজের মৃত্যু ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অপূরণীয় ক্ষতি। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীর শোকাহত। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করছি।

— অরূপ বিশ্বাস